পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদ তা

আনন্দী বাঈ

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য গ্রন্থ

ঝাঁশির রাজকুমার

মহামতি রাণাডে

এটা কোন্ যুগ ?

হিন্দু জাতি কি ধ্বংশোন্মুখ ?
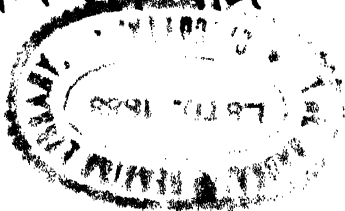
আনন্দী বাঈ

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

ইউ, এন্, ধর এণ্ড কোং

৫৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ও ২নং কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা।

মূল্য বারো আনা

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ধর
৫৮ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
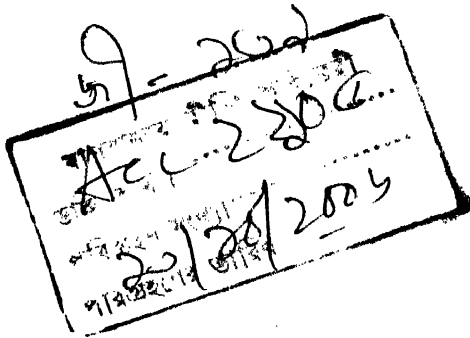
কলিকাতা,
২নং বেথুন রো, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীযুগলচরণ দাস দ্বারা
মুদ্রিত।

ভূমিকা

মহারাষ্ট্র-ইতিহাস-পাঠক বঙ্গবাসীর নিকট "আনন্দী বাঈ" নাম বিশেষভাবে পরিচিত। এই নাম ধারণ করিয়া যে পাপীয়সী অতীব নৃশংস ভাবে পঞ্চম পেশওয়ে নারায়ণ রাওয়ের হত্যাকাণ্ড ও মহারাষ্ট্র সমাজের সর্ব্বনাশ সাধিত করিয়াছিল, তাহার জীবন-চরিতের সহিত বর্ণনীয় আখ্যানের কোনও সংস্রব নাই। পরবর্ত্তী পৃষ্ঠানিচয়ে যাঁহার জীবন-কথা বর্ণিত হইল, তিনি অসাধারণ চরিত্রবলে ভারতীয় মহিলাসমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সুশিক্ষাগুণে রমণীহৃদয় কত দূর উন্নত ও সাধারণের আদর্শ-স্থানীয় হইতে পারে, এই আনন্দী বাঈ তাহারই উদাহরণ-স্থল।

ডাক্তার শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী এম্, ডি, মহোদয়া মহারাষ্ট্রীয় রমণী-সমাজে একটি অমূল্য রত্ন ছিলেন। বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে, ঝাঁশীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ ভিন্ন ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় মনস্বিনী মহিলা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। আনন্দী বাঈ মানসিক বলের যেমন আধার ছিলেন, তেমনই স্বদেশানুরাগে এদেশের কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। ভারত-মহিলার চিকিৎসা-শাস্ত্র-শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য তিনি অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বপ্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও স্বীয় ব্যবহারগুণে প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্নেহ ও সহানুভূতি-লাভের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। অত্যুন্নতিপ্রয়াসী নব্য সংস্কারকগণও তাঁহার কার্য্যে তৎপরতার

অভাব দেখিতে পান নাই। তিনি খৃষ্টরাজ্য আমেরিকায় তিন বৎসর বাস করিয়াও স্বধর্ম্মের ও স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বদেশবাসীর নিন্দা তাঁহার কর্ণে বিষবৎ অসহ্য বোধ হইত। আমেরিকায় এবং লণ্ডনে অবস্থান-কালেও তিনি আচারব্যবহার, বেশভূষা প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে স্বীয় মহারাষ্ট্রীয় বিশেষত্ব একদিনের জন্যও বিসর্জ্জন করেন নাই! ভারতের দুর্ভাগ্য, এই রমণী-রত্ন একবিংশ বৎসর বয়সেই ইহধাম পরিত্যাগ করেন!

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পুণানিবাসী রাও সাহেব গোবিন্দ রাও বাসুদেব কানিটকর মহোদয়ের পত্নী শ্রীমতী কাশী বাঈ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আনন্দী বাঈর যে অতি প্রকাণ্ড—রয়াল আট পেজী ৪২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ জীবনচরিত রচনা করিয়াছেন, এক্ষেত্রে তাহাই আমার প্রধান অবলম্বন। উহার সারসংগ্রহ করিয়া ভূতপূর্ব্ব "সখী" পত্রিকায় আমি ইতঃপূর্ব্বে কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। এক্ষণে যথাসম্ভব পরিবর্দ্ধন ও সংশোধনানন্তর তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। আনন্দী বাঈর চিত্র দুইখানিও শ্রীমতী কাশী বাঈর গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

মাঘ, ১৩০৮ সাল।
কলিকাতা।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর

আনন্দী বাঈ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী ১৮৬৫ খৃঃ ৩১ শে মার্চ্চ (১৮৮৭ শকাব্দের চৈত্র শুক্লা নবমী) দিবসে পুণা নগরীতে স্বীয় মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গণপৎ রাও অমৃতেশ্বর জোশীর সাংসারিক অবস্থা হীন ছিল না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী কল্যাণ নামক প্রদেশে গণপৎ রাওয়ের কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, শান্তপ্রকৃতি ও অতীব অমায়িক ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী, দামু রাও নামক একটি পুত্রের জন্মদানের পর ইহলোক-পরিত্যাগ করিলে গণপৎ রাও দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মে। কন্যা তিনটির মধ্যে আনন্দী বাঈ দ্বিতীয়া। পিতা মাতা বাল্যকালে তাঁহার "যমুনা বাঈ" এই নামকরণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে তাঁহার নামান্তর ঘটে। তদবধি তিনি আনন্দী বাঈ নামে পরিচিতা হন।

তৃতীয় মাসে পদার্পণ করিবার পর যমুনা জননীর সহিত পিত্রালয়ে আগমন করে। বালিকার ঈষৎ গৌরকান্তি, রক্তবর্ণ

গণ্ডস্থল ও কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশদাম, সদা-প্রফুল্ল ভাব ও পরিচ্ছন্নতাদি দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইত। খেলায় তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। পঞ্চম বর্ষ বয়সে তাহার বসন্ত রোগ হয়। সে যাত্রা যমুনা বহু কষ্টে রক্ষা পায়। তদবধি তাঁহার কান্তি ঈষৎ শ্যামভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার শ্রবণশক্তির হ্রাস হইল।

ছয় সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে যমুনা একবার স্বীয় গৃহের সম্মুখে একটি পাদরিকে বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছিল। তদবধি সে স্বীয় সঙ্গিনীদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগের সমক্ষে প্রায়ই পাদরি সাহেবের অনুকরণে বক্তৃতা করিত। বলা বাহুল্য, তাহার বক্তৃতায় বক্তব্য বিষয় কিছুই থাকিত না। তথাপি তাহার বক্তৃতায় হাব-ভাব, আবেগ ও পাদরির অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সকলকেই বিস্মিত হইতে হইত। জননী তাহাকে "পাদরিণী" বলিয়া বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিলে, সে কিয়ৎকালের জন্য বক্তৃতায় আগ্রহ পরিত্যাগ করিত।

বাল্যকালে বালিকারা সাধারণতঃ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনুকরণে পুতুল খেলায় বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে। কিন্তু যমুনা পুতুল খেলিতে ভালবাসিত না। যে সকল খেলায় লম্ফ ঝম্প ও দৌড়াদৌড়ি বেশী, সে সকলের প্রতি তাহার বিশেষ প্রীতি প্রকাশ পাইত। তদ্ভিন্ন ঠাকুর পূজা করা, খেলাঘর তৈয়ার করা ও বাগান করা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। বাগানে শাক শব্‌জী ও ফুলের গাছ রোপণ করা তাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় প্রত্যহ তাহার রোপিত গাছগুলি

গরু বাছুরে চরিয়া খাইত। যমুনা পুনঃ পুনঃ তাহা রোপণ করিয়া অধ্যবসায়ের একশেষ প্রদর্শন করিত।

যমুনার জননী অতীব কোপন-স্বভাবা ছিলেন। তাঁহার ক্রোধ হইলে, গণপৎ রাওকেও একটু ভীত হইতে হইত। বেচারী যমুনা তাঁহার হস্তে প্রায়ই বিষম দণ্ডভোগ করিত। নিকটে প্রস্তর খণ্ড, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ প্রভৃতি যাহা পাইতেন, তাহারই প্রহারে তিনি যমুনাকে জর্জ্জরিত করিতেন। একদা পাঠশালায় যাইবার নাম করিয়া যমুনা কোনও প্রতিবেশিনীর গৃহে গিয়া খেলা করিতেছিল। যমুনার জননী সেই অপরাধে তাহাকে পদাঘাত করিতে করিতে গৃহে আনয়ন করেন। তাঁহার প্রহারে বালিকা সময়ে সময়ে জ্ঞানশূন্যা হইত। যমুনাও নিতান্ত অল্প দৌরাত্ম্য করিত না। এই কারণে প্রতিবেশিনীরাও তাহাকে তিরস্কার করিতে বিরত হইত না। কিন্তু যমুনা এই সকল কঠোর শাসন অতি ধীরভাবে সহ্য করিত। সে কেবল পিতা ও মাতামহীর নিতান্ত প্রিয়পাত্রী ছিল।

সপ্তম বর্ষ বয়সে যমুনাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তাহার স্মরণশক্তি অতীব তীব্র ছিল। কোনও কথা একবার শুনিলে সে তাহা কখনও ভুলিত না। কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। তাহার পিতা তাহাকে শিক্ষকের শাসনে রাখিবার জন্যই পাঠশালায় দিয়াছিলেন। কিন্তু জোর জবরদস্তি না করিলে যমুনা পাঠশালায় যাইত না। বিদ্যালয়ে যাইবার সময় উপস্থিত হইলেই তাহার কোনও দিন পেট কামড়াইত, কোনও দিন বা অন্য কোন প্রকার অসুখ করিত। স্নেহশীলা মাতামহী সেজন্য

যমুনাকে পাঠশালায় যাইতে নিষেধ করিলেই তাহার অসুখ সারিয়া যাইত এবং সে সমস্ত দিন ঘরে থাকিয়া দৌরাত্ম্য করিত। এই কারণে ঘরের মধ্যে তাহার পিতা ও মাতামহী ভিন্ন কেহ তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন না। গণপৎ রাও বলিতেন, "আমার যমুনা অসাধারণ বুদ্ধিমতী হইবে। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার সদ্‌গুণনিচয় পরিস্ফুট হইবে।" তিনি প্রায়ই স্বীয় বন্ধুগণের সমক্ষে তাহাকে আনিয়া পরীক্ষা দিতে বলিতেন ও তাহার প্রশংসা করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণের ইহা ভাল লাগিত না। তাঁহারা বলিতেন, বালিকাদিগকে এইরূপে সর্ব্বদা পুরুষমণ্ডলীর সমক্ষে আনিয়া লেখাপড়ার চর্চ্চা করাইলে তাহারা নিতান্ত প্রগল্‌ভা ও দুঃসাহসিকা হইয়া উঠে।

যমুনা তাহার জননীর ন্যায় দৃঢ়কায়া ও বলিষ্ঠা ছিল। একদা তাহার মাতৃষ্বসা স্বীয় পুত্রের সহিত তাহাকে 'কুস্তি' খেলিতে বলেন। তাঁহার পুত্র যমুনা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হইলেও সেরূপ বলিষ্ঠ ছিল না। যমুনা কুস্তিতে তাহাকে সহজেই পরাস্ত করিল। তদবধি যমুনার মাসী তাহাকে "যমুনা মল্ল" বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবে যমুনা স্বভাবতঃ এইরূপ বলবতী ছিল; ইহার উপর মাতামহী তাহার স্বাস্থ্যের ও খাদ্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই কারণে সপ্তম-বর্ষ-বয়সেই তাহার দেহ এরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে সহসা দশমবর্ষীয়া বলিয়া ভ্রম হইত। কাজেই শীঘ্র যমুনার বিবাহ জন্য সকলেই তাহার পিতাকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল। গণপৎ রাও পাত্রের অনুসন্ধানে বিশেষ

তৎপর হইলেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সহজে সফলকাম হইতে পারিলেন না। কারণ যমুনা দেখিতে তেমন সুশ্রী ছিল না।

বহু অনুসন্ধান করিয়াও যমুনার বর জুটিল না দেখিয়া দিন দিন তাহার পিতা মাতার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দৈব উপায়ে যদি কোন ফল লাভ হয়, এই ভাবিয়া, যমুনার জননী তাহাকে নিকটবর্ত্তী শিবমন্দিরে গিয়া প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতে আদেশ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে দিন সে শিবমন্দিরে গিয়া প্রথমবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল, সেই দিনই অপরাহ্ণ কালে গণপৎ রাওয়ের জনৈক বন্ধু আসিয়া যমুনার মাতামহীকে বরের সংবাদ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, "এখানকার ডাকঘরে বর আসিয়াছে, ইচ্ছা হয় ত আমার সঙ্গে দেখিতে চল।" এই কথা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া যমুনার মাতামহী, মাতৃষ্বসা ও ভগিনী সেই ব্যক্তির সহিত বর দেখিবার জন্য কল্যাণের ডাকঘরে গিয়া পশ্চাদ্‌-ভাগের দরজা দিয়া ডাকবাবুর বাসায় প্রবেশ করিলেন। বর দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদিগের এক প্রকার মনোনীত হইল। পর দিন গণপৎ রাওয়ের জনৈক প্রতিবেশীর গৃহে ডাকবাবুকে আহ্বান করিয়া কন্যা দেখান হইল। বর মহাশয় তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্নাদি না করিয়া কন্যাকে দেখিবামাত্র বিবাহে আপনার সম্মতি জানাইলেন। তখনই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। গণপৎ রাও কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন।

যাঁহার সহিত যমুনার বিবাহের সম্বন্ধ এইরূপে স্থির হইল, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোপাল বিনায়ক জোশী সঙ্গমনেরকর।

মহারাষ্ট্রে যাঁহারা গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদিগকে জোশী বলা হয়। সদ্বংশজাত যে কোনও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন। এদেশে গণক ও দৈবজ্ঞেরা যেরূপ অপেক্ষাকৃত হীনশ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হন, মহারাষ্ট্র দেশে সেরূপ হন না। গোপাল রাও ও তাঁহার ভাবী শ্বশুর গণপৎ রাও —ইঁহারা উভয়েই পুরুষানুক্রমিক "জোশী" ছিলেন। গোপাল রাও বোম্বাই নগরীর ৭০ মাইল ঈশানকোণস্থিত সঙ্গমনের নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "সঙ্গমনেরকর" বলিত। গোপাল রাও অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম, (আনন্দী বাঈর মৃত্যুর) পরে খৃষ্টান এবং শেষে পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেন। খৃষ্টধর্ম্মপরিগ্রহ করিয়াও তিনি স্বীয় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন নাই! সে যাহা হউক, গ্রাম্য পাঠশালায় মারাঠী লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি যখন ইংরাজী শিক্ষার জন্য নাশিকে গমন করেন, সেই সময়ে তাঁহাকে একটি ষড়্-বৎসর-বয়স্কা বালিকার পাণিপীড়ন করিতে হয়। বালিকা-বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া দেশীয় প্রথানুসারে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করায় গোপাল রাও অতীব অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার জননী বধূকে গৃহকর্ম্ম করিবার আদেশ করিলে, তিনি জননীর সহিত কলহ করিতেন। তাঁহার মতে যৌবনে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বধূগণকে গৃহকর্ম্মে বাধ্য করা নিতান্ত অনুচিত। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন ও স্বীয় স্ত্রীকে সামান্য লেখাপড়াও

শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে অল্প বয়সেই তাঁহার প্রথমা পত্নীর লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে। ইহাতে গোপাল রাওয়ের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগে। তিনি আর দারপরিগ্রহ করিবেন না, প্রথমে এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর অনেক ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল।

গোপাল রাও অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষা সাঙ্গ করিয়া ডাক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বদলি হইয়া কল্যাণের ডাকঘরে আগমন করিলে, যমুনার সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। এই সম্বন্ধ স্থির করিবার সময় তিনি একটি বিষয়ে গণপৎ রাওকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি ভাবী পত্নী যমুনাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া নিজের ইচ্ছামত শিক্ষাদান করিবেন, তাহাতে তাঁহার শ্বশুর কোন আপত্তি বা বাধাদান করিতে পারিবেন না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে তিনি গণপৎ রাওকে বাধ্য করিলেন। গণপৎ রাও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী না হইলেও নূতন বর অনুসন্ধানের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ভাবী জামাতার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন গোপাল রাও বিবাহের আয়োজন করিবার জন্য ছুটি লইয়া সঙ্গমনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আমরা গোপাল রাওয়ের যে অব্যবস্থিত-চিত্ততার কথা বলিয়াছি, এই সময়ে তাহার প্রথম বিকাশ হয়। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার সময় গোপাল রাও বিধবা-বিবাহ করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। যমুনার সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইবার পূর্ব্বে তিনি মহারাষ্ট্র দেশের বিদ্যাসাগর—বিধবা-

বিবাহের প্রবর্ত্তক পণ্ডিতবর বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী মহোদয়ের ও অপর সমাজ-সংস্কারদিগের সহিত এ বিষয়ে পত্র-ব্যবহার করিতেছিলেন। এমন কি, গণপৎ রাওয়ের নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণে প্রতিশ্রুত হইবার পরও তিনি বিবাহের জন্য বিধবা কন্যার অনুসন্ধানে বিরত হন নাই। তাঁহার পিতা, পুত্রের বিধবা-বিবাহে প্রবৃত্তির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গোপাল রাও এবার বাটী গিয়া এই নূতন সম্বন্ধের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। পুত্রের সুমতি হইয়াছে ভাবিয়া পিতা মাতা অতীব আনন্দিত হইলেন এবং এই উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গোপাল রাও সে বিষয়ে নানা প্রকারে বিলম্ব ঘটাইতে লাগিলেন এবং স্বীয় বিবাহের জন্য একটি বিধবা কন্যার সন্ধান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সংস্কারক বন্ধুদিগকে পত্র লিখিলেন।

এদিকে গণপৎ রাও গোপাল রাওয়ের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। আত্মীয় ও স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হইল। কন্যার অব্যূঢ়ান্ন ("আইবুড়-ভাত") প্রভৃতি উৎসবও সমাহিত হইল। কিন্তু বরের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না! কন্যাপক্ষীয় লোকেরা প্রতি মুহূর্ত্ত বিষম উদ্বেগে যাপন করিতে লাগিলেন! পরিশেষে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট দিবস অতীত হইয়া গেল। গ্রামের লোকেরা ও প্রতিবেশিগণ কেহ বরের চরিত্র, কেহ যমুনার ভাগ্য এবং কেহ বা, যিনি মধ্যস্থ

হইয়াছিলেন—তাঁহার ব্যবহারের সমালোচনা করিয়া নানা প্রকার মতামত প্রকাশ ও নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। যমুনার পিতামাতা এই ঘটনায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন।

এদিকে গোপাল রাওয়ের মাথায় তখনও বিধবা-বিবাহ করিবার সংকল্প প্রবলভাবে ঘুরিতেছিল। এই কারণে তিনি পিতামাতাকে ও গণপৎ রাওকে প্রতারিত করিবার জন্য সঙ্গমনের হইতে অন্তর্হিত হইলেন। কিছুদিন পরে, বিবাহের নির্দ্ধারিত দিবস অতিক্রান্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি 'কল্যাণে' কর্ম্মস্থানে গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এমন সময়, যে ভদ্র লোকটি মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার সহিত যমুনার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, সহসা তাঁহার সহিত নাশিক ষ্টেশনে গোপাল রাওয়ের সাক্ষাৎ হয়। ভদ্রসন্তান লোকনিন্দায় উত্ত্যক্ত হইয়া গোপাল রাওকে ধরিবার জন্য সঙ্গমনের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

পথিমধ্যে নাশিক ষ্টেশনে গোপাল রাওকে দেখিতে পাইবামাত্র তিনি তাঁহার যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। গোপাল রাও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, মধ্যস্থ মহাশয় তাঁহাকে নাশিক-নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর নরসিংহ কেতকর নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট লইয়া গেলেন। পরিশেষে কেতকর মহাশয়ের তাড়নায় গোপাল রাও নাশিকস্থিত আত্মীয়গণের সহিত বিবাহের জন্য কল্যাণে গমন করিতে বাধ্য হইলেন।

যথাসময়ে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই সময়ে যমুনার পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নামকরণ হয়। পরিণয়-কালে

গোপাল রাও নব বধূকে "আনন্দী বাঈ" নাম প্রদান করিলেন। তদবধি যমুনা ঐ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইল।

অতঃপর গণপৎ রাওয়ের অনুরোধক্রমে গোপাল রাও শ্বশুর-গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বসংকল্প অনুসারে তিনি আনন্দী বাঈর পাঠের জন্য কতিপয় মারাঠী পুস্তক আনিয়াছিলেন। লেখা পড়ার প্রতি আনন্দী বাঈর পূর্ব্বাবধি বিরাগ ছিল। সুতরাং পাঠ্য পুস্তকগুলি প্রায় যেখানকার সেইখানেই পড়িয়া থাকিত। গণপৎ রাও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাঁহার বন্ধুগণের দ্বারা স্বীয় অভিপ্রায় জামাতাকে জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু গোপাল রাও কাহারও অনুরোধ পালন করিবার লোক ছিলেন না। যিনি তাঁহাকে বুঝাইতে গিয়াছিলেন, গোপাল রাও তাঁহাকে যে উত্তর দিয়া বিদায় করিলেন, তাহা শিষ্টাচার-সম্পন্ন বিজ্ঞ জনের মুখে কখনও শোভা পায় না। ফলতঃ তিনি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। নানা কার্য্যে তাঁহার এই অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি বিবাহের সপ্তাহ দুই পরেই একদিন অতি সামান্য কারণে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা নববধূকে এরূপ প্রহার করিয়াছিলেন যে, তাহার যন্ত্রণায় কয়েক দিন পর্য্যন্ত আনন্দী বাঈকে কাতর থাকিতে হইয়াছিল! যিনি স্ত্রীশিক্ষার অতীব পক্ষপাতী ও বালিকা-বধূর শ্বশুরালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম করিবার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁহার এরূপ নিষ্ঠুরতা সত্য সত্যই অতীব বিস্ময়কর।

বিবাহের পর আট মাস গোপাল রাও শ্বশুরমন্দিরে ছিলেন।

বলা অনাবশ্যক যে, আনন্দী বাঈ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় এবং লেখাপড়ায় যথাসাধ্য ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন। সেখানে থাকিলে স্ত্রীর লেখাপড়া শিক্ষা হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া গোপাল রাও কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধপূর্ব্বক আলিবাগে বদলি হইয়া গেলেন। আনন্দী বাঈর তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহার মাতামহীও নাতিনী-জামাইয়ের সঙ্গে আলিবাগে গমন করিলেন।

সেখানে গিয়াও আনন্দী বাঈ লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিলেন না। তিনি গোপাল রাওয়ের সম্মুখেই পুস্তক ও শ্লেট ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেন! গোপাল রাও স্ত্রীর এইরূপ অবাধ্যতা দেখিয়া অন্যবিধ নীতির অবলম্বন করিলেন। তিনি আদৌ রোষপ্রকাশ না করিয়া আনন্দী বাঈকে নানা প্রকার ক্রীড়া ও বিলাসের সামগ্রী আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন, লেখাপড়া শিখিলে আরও অনেক জিনিষ আনিয়া দিবেন। এইরূপ প্রলোভন প্রদর্শন করায় বিশেষ সুফল ফলিল। আনন্দী বাঈ লেখাপড়ায় অল্পে অল্পে মনোযোগ করিতে লাগিলেন। তথাপি পড়িতে বসিলে পিঞ্জরগত নূতন শুকপক্ষীর ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইত। অল্পকালমাত্র একস্থানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে তাঁহার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিত। পড়া শেষ হইলে তিনি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার খেলিবার সঙ্গিনীগণের নিকট গমন করিতেন। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি অতীব তীক্ষ্ণ ছিল বলিয়া দুই চারিবার পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় তাঁহার আয়ত্ত হইত।

বেশ-ভূষায় চাকচিক্য ও সৌষ্ঠবের প্রতি আনন্দী বাঈর বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। গোপাল রাও ঠিক ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন ছিলেন,

আড়ম্বর ও বিলাস-প্রিয়তার প্রতি তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ছিল। আনন্দী বাঈর বেশ-বিন্যাস তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না এবং সেজন্য তিনি তাঁহাকে সময়ে সময়ে অতীব গ্রাম্য ভাষায় তিরস্কার পর্য্যন্ত করিতেন। ফলে, কিছুদিনের মধ্যে আনন্দী বাঈ পূর্ব্বাভ্যাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর মতানুবর্ত্তিনী হইলেন। এদিকে আলিবাগে গমনের পর এক বৎসরমধ্যে তিনি ভূগোল, ব্যাকরণ, মারাঠী ইতিহাস ও পাটীগণিতের প্রথমাংশ শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার হাতের লেখাও ভাল হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই আনন্দী বাঈ গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটী পুত্রলাভ হইল। কিন্তু দশ দিনের অধিক কাল ঐ শিশু ইহলোকে অবস্থান করিতে পারে নাই। যে মহান্ আদর্শ প্রদর্শনের জন্য আনন্দী বাঈ ইহজগতে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তাহার পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্যই ভগবান এই দুর্ঘটনার সংঘটন করিলেন।

আনন্দী বাঈর শিক্ষার সুবিধার জন্য তাঁহার স্বামী গোপাল রাও কল্যাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আলিবাগে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অবস্থানকালে এক বৎসরের মধ্যে আনন্দী বাঈর মারাঠী শিক্ষা শেষ হয়। ইহার পর প্রসূতি অবস্থায় তাঁহার কয়েক মাস পিত্রালয়ে অতিবাহিত হইয়াছিল। পুত্রশোকে আনন্দী বাঈ এক মাস কাল বিমর্ষভাবে যাপন করিয়া পুনরায় লেখাপড়া শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে গোপাল রাও তাঁহাকে ইংরাজী শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। আনন্দী বাঈরও বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। তাহার ধীশক্তি অতীব প্রখরা ছিল বলিয়া তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিয়মিত পাঠাভ্যাস শেষ করিয়া বহু সংখ্যক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদি পাঠে সময়ক্ষেপ করিতেন। গৃহসংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ভারও গোপাল রাও তাঁহারই প্রতি অর্পণ করায় তাঁহার রচনায়

নৈপুণ্যলাভ ও হস্তাক্ষর সুন্দর হইল। কিন্তু তাঁহাকে স্বেচ্ছামত শিক্ষিতা করিতে গিয়া গোপাল রাও এরূপ বিপন্ন হইলেন যে, তাঁহাকে অল্প দিবসের মধ্যেই বাধ্য হইয়া আলিবাগ পরিত্যাগ করিতে হয়।

ইংরাজী শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে গোপাল রাও স্বীয় পত্নীকে লইয়া প্রায়ই সমুদ্রতীরে বায়ু-সেবনার্থ গমন করিতেন। ইহাতে অনেকেরই দৃষ্টি তাঁহার ব্যবহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহারাষ্ট্র-সমাজে অবগুণ্ঠন ও অবরোধের প্রথা না থাকিলেও এরূপভাবে যুবতী পত্নীকে লইয়া সমুদ্র তীরে ভ্রমণ সাধারণের চক্ষে দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই কারণে দুষ্ট জনেরা গোপাল রাওকে লইয়া নানা প্রকার রহস্য বিদ্রূপ করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহারা তাঁহাকে এরূপ উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল যে তিনি কোহ্লাপুরে আপনার বদলি করিয়া লইলেন। এই সময়ে আনন্দী বাঈর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর ছিল।

কোহ্লাপুর দেশীয় করদ রাজ্য। তত্রত্য রাজপুরুষেরা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মনোযোগপ্রকাশ করিতেন। সেখানকার মহারাজের ব্যয়ে তথায় একটি স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কুমারী মাইসী নাম্নী এক শ্বেতাঙ্গ-মহিলা সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কার্য্যে নিয়োজিতা ছিলেন। এই সকল সংবাদ অবগত হইয়াই গোপাল রাও কোহ্লাপুরে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালী ক্রমে স্ত্রীকে শিক্ষিতা করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল বলিয়া কোহ্লা-পুরেও তিনি অনেকের উপহাসের পাত্র হইলেন। তিনি

সেখানকার মিশনরিদিগের গৃহে প্রায়ই সস্ত্রীক গমনাগমন করিতেন ও আনন্দী বাঈকে কুমারী মাইসীর সহিত এক গাড়ীতে বসাইয়া প্রত্যহ রাজকীয় স্ত্রী-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন। এই কারণে তত্রত্য স্বদেশীয় রীতিনীতির পক্ষপাতী রাজপুরুষেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইলেন। তাহার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই সেখানকার রাজকীয় স্ত্রী-বিদ্যালয়ে আনন্দী বাঈকে প্রেরণের সুবিধা তাঁহার বহু পরিমাণে কমিয়া গেল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গোপাল রাও ইহাতেও সংকল্পচ্যুত হইলেন না।

মিশনরিদিগের সহিত কথোপকথনের প্রসঙ্গে গোপাল রাও অবগত হইলেন যে, আমেরিকায় গমন করিতে পারিলে আনন্দী বাঈকে তাঁহার ইচ্ছামত শিক্ষাদানের সুবিধা হইবে। মিশনরিরা তাঁহাকে একার্য্যে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদিগের মার্কিনস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের সহিত গোপাল রাওকে পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গোপাল রাও মিশনরিদিগকে তাঁহার জন্য আমেরিকায় একটি চাকরির যোগাড় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশনরি মহোদয়েরা সে বিষয়ে কোনও সাহায্য না করিয়া কৌশলে তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কাজেই বিরক্ত হইয়া গোপাল রাওকে তাঁহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইল। ইহার পূর্ব্বেই আনন্দী বাঈকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যে মিশনরিরা বহুবার তাঁহার নিকট খৃষ্ট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ-

বর্ষীয়া আনন্দী বাঈর স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কিছুতেই তাঁহার মতান্তর ঘটে নাই।

কোহ্লাপুরে আনন্দী বাঈর শিক্ষার সুবিধা বিলুপ্ত হওয়ায় গোপালরাও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বোম্বাইয়ে গমন করিলেন। তথায় এক মিশনরি স্কুলে আনন্দ বাঈর শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। আনন্দী বাঈ প্রত্যহ একাকিনী পদব্রজেই বিদ্যালয়ে গমন করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার বেশও কিয়ৎ পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ছিল। এই কারণে বোম্বাইয়ের ইতর লোকেরা, প্রধানতঃ বণিক, তাম্বুলী ও সামান্য শস্য-ব্যবসায়ীয়া প্রায়ই পথিমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া পরিহাস বিদ্রূপ করিত।

এই সময়ে গোপাল রাওয়ের পিতা বিনায়ক রাও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বোম্বাইয়ে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের ও পুত্রবধূর কার্য্য দর্শনে অতীব ব্যথিত হন। কারণ, মহারাষ্ট্র দেশে বহুদিন হইতে সাধারণ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার থাকিলেও উহা বর্ত্তমান কালের অনুরূপ ছিল না। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে পেশওয়েগণের আমলে অবস্থাপন্ন লোকেরা গৃহে বয়স্ক শিক্ষক রাখিয়া কুলবালাগণকে যথোচিত বিদ্যা শিক্ষা করাইতেন। সে কালের সরদারদিগের ললনাগণ রাজনীতি বিষয়েও উপদেশ লাভ করিতেন এবং সময়ে সময়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজদরবারে সরদারদিগের অনুষ্ঠিত সমস্ত রাজ-কার্য্যাদির বিবরণী (despatches) লিখিয়া পাঠাইতেন। সেইরূপ গৃহপতিগণের অনুমতি লইয়া বিশ্বস্ত অনুচর ও আত্মীয়ের সহিত প্রকাশ্য রাজপথ

দিয়া গমনাগমনও সাধারণতঃ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহিলাদিগের পক্ষে কখনও নিষিদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক পাইয়া মহারাষ্ট্র দেশের যুবকগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে রমণীদিগকে পদব্রজে একাকিনী পাঠাইবার পক্ষপাতী হওয়াতেই প্রাচীন সমাজের বিশেষ নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। গোপাল রাওয়ের প্রতি তাঁহার পিতার অসন্তোষেরও ইহাই প্রধান কারণ হইয়াছিল। বিদেশীয় উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে পুত্রকে বহু উপদেশ দিয়াও তিনি যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন ক্রোধভরে, আর পুত্রের মুখদর্শন করিবেন না, বলিয়া বোম্বাই পরিত্যাগ করিলেন।

বোম্বাইয়ে মিশনরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার কালে আনন্দী বাঈ সর্ব্বদা শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকারে চেষ্টা করিতেন। তত্রত্য শিক্ষয়িত্রী ও বিদ্যার্থিনীগণের সহিত তাঁহাকে ইংরাজীতে কথা কহিতে হইত বলিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় অল্প দিনের মধ্যেই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সহিত ইংরাজ মহিলাদিগের ন্যায় তিনি যাহাতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে শিক্ষা করেন, সে বিষয়েও গোপাল রাও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। আলিবাগ হইতে কোহ্লাপুর গমনকালে পথিমধ্যে একদিন আনন্দী বাঈকে বাসায় একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া তিনি অষ্ট প্রহরের অধিক কাল কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা বিদেশে অপরিচিত স্থানে এইরূপ সংকটে পড়িয়া কিরূপ ভয়বিহ্বলা হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বোম্বাইয়ে

অবস্থানকালেও গোপাল রাও স্ত্রীর সাহসিকতা-বর্দ্ধনের জন্য বিবিধ উপায়ের অবলম্বন করিয়াছিলেন। আনন্দী বাঈকে একাকিনী মিশনরী স্কুলে পড়িতে পাঠাইবারও তাঁহার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। তথা হইতে কল্যাণ নগর দূরবর্ত্তী ছিল না বলিয়া আনন্দী বাঈর পিত্রালয়গমনের সুযোগ ঘন ঘন উপস্থিত হইত। গোপাল রাও তাঁহাকে প্রায়ই একাকিনী পিত্রালয়ে গমন করিবার আদেশ দিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহার নিদেশক্রমে একজন ভৃত্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত আনন্দী বাঈর সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে টিকিট কিনিয়া দিত, গোপাল রাও তাহাও নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন হইতে আনন্দী বাঈকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্পূর্ণ একাকিনী কল্যাণে গমনাগমন করিতে হইত।

ইহার পর গোপাল রাও আনন্দী বাঈর মাতামহীকে কল্যাণে পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তিন মাসের অবকাশ-গ্রহণ-পূর্ব্বক উত্তর ভারত-পরিভ্রমণে চলিয়া গেলেন। চতুর্দ্দশবর্ষীয়া আনন্দী বাঈকে একাকিনী বোম্বাইয়ে থাকিতে হইল। এই সময়ে তিনি স্কুলবোর্ডিংএই বাস করিতেন এবং প্রত্যহ দুই বেলা গোপাল রাওয়ের প্রথমা পত্নীর ভ্রাতার বাসায় গিয়া ভোজন করিয়া আসিতেন। এইরূপ গমনাগমন-কালে ইতর লোকে তাঁহাকে পথিমধ্যে নিতান্ত বিরক্ত করিত। পরিশেষে দুইজনের বাক্যবাণ সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া তিনি দেড়মাস পরে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিলেন।

উত্তর ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গোপাল রাও দেখিলেন যে, পুনঃ পুনঃ পিত্রালয়ে গমন করিতে হয় বলিয়া আনন্দী বাঈর শিক্ষায় ব্যাঘাত জন্মিতেছে। কাজেই তিনি দূরদেশে বদলি হইবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কচ্ছভুজ অঞ্চলের ভুজ ডাকঘরে পোষ্টমাষ্টারের পদ শূন্য হয়। কর্ত্তৃপক্ষ গোপাল রাওকে সেই স্থানে বদলি করিলেন। কিন্তু ভুজে গিয়া আনন্দী বাঈকে স্কুলে পাঠাইবার কোন সুবিধাই হইল না। সুতরাং গোপাল রাও ঘরেই অবকাশ-কালে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

ভুজে গমন করিয়া গোপাল রাও একটি নূতন অসুবিধায় পড়িলেন। আনন্দী বাঈকে এতদিন কেবল বিদ্যা-শিক্ষায় নিরত রাখা হইয়াছিল। সুতরাং তিনি রন্ধনাদি-কার্য্য শিক্ষা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। মাতামহীর অনুগ্রহে গৃহস্থালী শিক্ষা করিবার তাঁহার কখনও আবশ্যকতাও হয় নাই। এক্ষণে সে সুবিধায় বঞ্চিত হওয়ায় গৃহকর্ম্মের ভার তাঁহার উপর পতিত হইল। তিনি রন্ধন-কার্য্যে পারদর্শিনী ছিলেন না, উহা তাঁহার নিকট বড়ই বিরক্তিকর বোধ হইত। ভুজে অন্য প্রকার সুখাদ্যও দুর্লভ ছিল। এই কারণে প্রথম প্রথম কিছু দিন এই দম্পতীকে ছোলাভাজা খাইয়া অতি কষ্টে কাল-যাপন করিতে হইয়াছিল।

দেড় বৎসর ভুজ নগরে অবস্থান করিয়া আনন্দী বাঈ ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। দুই এক খানি সংস্কৃত পুস্তকও তিনি শেষ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত-ভাষাজ্ঞানে গোপাল রাওকে অতিক্রম করিলেন। কোনও শ্বেতাঙ্গ মহিলার সাহায্যে তিনি সেলাই ও পশমের কারুকার্য্যাদিও শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এদিকে গোপাল রাওয়ের সহিত ইতঃপূর্ব্বে মিশনরিগণের যে

পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা সেই সময়ে "ক্রিশ্চান রিভিউ" নামক আমেরিকার এক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্র দৈবক্রমে শ্রীমতী কার্পেণ্টার নাম্নী এক সদয়হৃদয়া রমণীর হস্তগত হওয়ায় আনন্দী বাঈর জীবন-স্রোত অন্য মুখে ধাবিত হইল। এই রমণী রোশেল নগরে বাস করিতেন। তিনি একদিন জনৈক দন্ত চিকিৎসকের গৃহে ঐ মাসিক পত্র খানি ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আবর্জ্জনারাশির মধ্যে দেখিতে পান। কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে তিনি উহা পাঠ করিতে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইল। ঐ সকল পত্র হইতে তিনি গোপাল রাওয়ের অবস্থার ও মিশনরিদিগের ব্যবহারের বিষয় অবগত হন এবং আনন্দী বাঈকে সহানুভূতিসূচক পত্র লিখিয়া উচ্চ শিক্ষালাভ বিষয়ে উৎসাহিত করিবেন, সংকল্প করেন। এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে আর একটি দৈবঘটনা অনুকূল হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের "আমী" নাম্নী নবম-বর্ষীয়া কন্যা শয্যা ত্যাগ করিয়াই তাঁহাকে গিয়া বলিল—"মা! আমি স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি হিন্দুস্থানে কাহাকে পত্র লিখিতেছ।" এই বালিকা আশিয়া খণ্ডের মানচিত্র কখনও দেখে নাই এবং শ্রীমতী কার্পেণ্টারও স্বীয় সংকল্পের বিষয় ইহার পূর্ব্বে কাহারও নিকট ঘূণাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই। সুতরাং বালিকার এই স্বপ্ন দৈবসঙ্কেত বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া কোহ্লাপুরের ঠিকানায় আনন্দী বাঈকে সহানুভূতি ও উৎসাহপূর্ণ একখানি পত্র লিখিলেন। আমেরিকার সম্বন্ধে আনন্দী বাঈর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য

তিনি নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত একখানি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্র তাঁহার পাঠের নিমিত্ত নিয়মিতরূপে পাঠাইয়া দিবেন, একথাও এই পত্রে লিখিয়াছিলেন। এই বিষয়ের উল্লেখকালে তিনি স্বয়ং এক স্থলে বলিয়াছেন যে, "আমার কন্যা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তাহা আমার নিকট বিবৃত না করিলে, হয় ত নানা কার্য্যে আনন্দী বাঈকে পত্র লিখিবার কথা আমি ভুলিয়া যাইতাম।"

ভুজ নগরে অবস্থানকালে এই পত্র আনন্দী বাঈর হস্তগত হয়। আমেরিকার ন্যায় স্থানে এইরূপ একজন অকারণ-বন্ধু পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে অতীব আনন্দ এবং ঈশ্বরের করুণায় প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঞ্চার হইল। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদ দিয়া আনন্দী বাঈ তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। এই সময় হইতে তাঁহারা পরস্পরকে প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সকল পত্রে উভয়েই স্ব স্ব দেশের সামাজিক আচার ব্যবহারাদির বিষয় পরস্পরকে জ্ঞাপন করিতেন। স্বজাতির ও স্বদেশীয় রীতিনীতির সম্বন্ধে আনন্দী বাঈর কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল, এবং তিনি কিরূপ নির্ভীকতার সহিত তাহা বৈদেশিকদিগের নিকট স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন, এই সকল পত্র হইতে, তাহা অবগত হইতে পারা যায়।

একখানি পত্রে আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখিয়াছেন—"হিন্দুগণ সাধারণতঃ যেরূপ শান্তপ্রকৃতি ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, ইউরোপীয়গণ সেরূপ নহেন। আমাদিগের (মহারাষ্ট্রীয়দিগের) মধ্যে পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের তুলনায় রোগের সংখ্যা ও কাম-

ক্রোধাদি মনোবিকারের প্রভাব অল্প।” আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—“ইউয়োপীয়দিগের বিশ্বাস, হিন্দু শাস্ত্রে সভ্যজাতিগণের শিক্ষার যোগ্য বিষয় কিছুই নাই। তাঁহাদিগের এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা দেখাইবার জন্যই আমি সংস্কৃত শিখিতেছি। আমি নিরামিষ ভোজন ও দেশীয় বেশ-ভূষা করিয়া থাকি। বিবি সাজিবার আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। অতএব সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীয় রীতিনীতি রক্ষা করিয়া আমেরিকায় বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, আমায় জানাইবেন।” কোন কোন পত্রে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের নিকট তিনি স্বদেশীয়দিগের বারব্রতাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাঁহার একাধিক পত্রে মিশনরিগণ “একগুঁয়ে, পরধর্ম্মবিদ্বেষী ও সংকীর্ণ চিত্ত” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

আনন্দী বাঈ ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখিয়াছেন,—“ভূতপ্রেতপিশাচাদির প্রতি দিন দিন আমার বিশ্বাস প্রগাঢ়তর হইতেছে। নিদ্রিতাবস্থায় আমি জটিল প্রশ্নসমূহের উত্তর নির্ণয় করিতে পারি। দেশীয় স্ত্রী-পুরুষগণের উপযোগী কাপড় ছাঁটিতে আমি জানিতাম না, তাহা স্বপ্নেই শিক্ষা করিয়াছি। পাঠ্যপুস্তকের যে সকল অংশ মুখস্থ করিতে হইবে, তাহা আমি দিবসে একবার পড়িয়া রাখি। তাহার পর রাত্রিকালে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নাবস্থায় সেগুলি বহু বার অভ্যাস করি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি, সমস্তই মুখস্থ হইয়া গিয়াছে! কাব্য পাঠকালে যে সকল অংশ অতিশয় দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা একবার পড়িয়া ছাড়িয়া দিই; রাত্রিকালে

নিদ্রিতাবস্থায় ঐ সকল অংশের প্রকৃত অর্থ আমার জ্ঞানগোচর হয়! প্রাতঃকালে উহার অবিকল ভাষান্তর করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর বোধ হয় না! রাত্রিকালে কে আমায় জটিল বিষয় সকল শিক্ষা দেয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমার পড়া হইয়া যায়। আপনাকে যথার্থ বলিতেছি, ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস আমার হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।"

শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহিত পত্রযোগে ক্রমশঃ তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয়েই উপহারস্বরূপ স্বদেশের শিল্প-সামগ্রী ও অলঙ্কারাদি উভয়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহিত পরিচয় ঘটিবার পর হইতে আনন্দী বাঈর ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান প্রগাঢ় হইতে লাগিল।

এই সময়ে বঙ্গদেশের পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেল ডাক-বিভাগে রমণীদিগের নিয়োগ-সম্বন্ধে একটি আদেশ প্রচার করেন। তদ্দর্শনে ঐ বিভাগে আনন্দী বাঈকে একটি কর্ম্মের সংস্থান করিয়া দিবার ইচ্ছা গোপাল রাওয়ের মনে বলবতী হইল। এই কারণে তিনি কলিকাতায় আপনার বদ্‌লি করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল গোঁপাল রাও সস্ত্রীক কলিকাতা নগরীতে উপস্থিত হন।

কলিকাতায় আসিয়া আনন্দী বাঈর সুখ-শান্তি একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার জলবায়ুর দোষে পুনঃ পুনঃ অসুস্থ হইয়া তিনি নিতান্ত রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ দেশে অবরোধ-প্রথার কঠোরতাহেতু তাঁহার ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেকের মনে অমূলক

সন্দেহের উদ্ভব হওয়াতেও তাঁহার বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার কয়েকখানি পত্রেই কলিকাতার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—

"কলিকাতা আমাদিগের সহিষ্ণুতার পরীক্ষা—অতি কঠোর পরীক্ষা করিতেছে, একথা আপনাকে (শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে) পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আমার স্বাস্থ্য এতদূর খারাপ হইয়াছে যে, একবার যাহা খাই, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেও তাহা হজম হয় না। জ্বর ও মাথা ধরা এখন প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। এ স্থান ভয়ানক গরম। বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি গরম কমিতেছে না। আমার সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি।

"এখানকার লোকে আমাদিগকে বড়ই উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানকার ইংরাজদিগেরও হৃদয়ে দয়া নাই। আমাদের একজন প্রতিবেশিনী জার্ম্মান রমণীও আমার সম্বন্ধে নানা প্রকার কু-কথা রটাইতে ত্রুটী করে নাই। আমি ধর্ম্ম-পত্নী নহি, সমস্ত রাত্রি স্বামীর সহিত ঝগড়া করি,—প্রভৃতি গুজব তুলিয়া সে আনন্দ লাভ করে। আমরা পথে বাহির হইলে ইউরোপীয়েরা আমাদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে, আমার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক আমাদের ব্যবহারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। দেশীয়দিগের কথা বলাই বাহুল্য। আমাদিগকে প্রকাশ্য পথে গমন করিতে দেখিলে, তাহারা গাড়ী থামাইয়া আমাদিগের দিকে তাকাইতে থাকে। কেহ কেহ বা আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলে, গাড়োয়ানকে ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে অনুমতি করিয়া আমাদের প্রতি লক্ষ্য স্থাপন

করেন! বঙ্গদেশে অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথার কঠোরতাই ইহার কারণ। যাঁহারা বহুদিন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও দেশীয় প্রথার লঙ্ঘন করেন না। একদিন আমরা এস্‌প্ল্যানেডে বেড়াইতে ছিলাম, এমন সময়ে একজন পুলিশ কনেষ্টবল আমার স্বামীকে সহসা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল! তিনি রুষ্ট হইয়া তাহার বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনরের নিকট রিপোর্ট করিবেন, বলেন। তখন সে ক্ষমা-প্রার্থনা ও সেলাম করিয়া চলিয়া যায়।”

কলিকাতায় চাকরীর কালে একবার একখানি সরকারি পত্র গোপাল রাওয়ের হস্ত হইতে অকস্মাৎ হারাইয়া যায়। সে জন্য তিনি অস্থায়িভাবে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে আনন্দী বাঈর একখানি পত্রে এইরূপ লিখিত আছে—“আমরা এখনও বিপজ্জাল হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারি নাই। বিগত পাঁচ মাসকাল বাহিরে সমানভাবে মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছি। সে কষ্ট বিস্মৃত হইতে না হইতে নূতন বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বড়লাট বাহাদুরের নিকট হইতে বঙ্গের ছোট লাট সাহেবের নামে একখানি পত্র আসিয়াছিল। ঐ পত্রখানি সিমলা হইতে সরকারি কর্ম্মচারীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে এখানে আসে। আমার স্বামীর প্রতি উহা রেল ষ্টেশনে গিয়া ডাকে দিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি উহা গ্রহণ করিয়া একজন ভৃত্যসহ রেল ষ্টেশনের দিকে গমন করিতেছিলেন। চিঠিখানি ভৃত্যের হস্তে ছিল। তাঁহারা দ্রুতপদে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে

পত্রখানি নিকটেই কোথায় পড়িয়া গেল! তাঁহারা তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সমস্ত পথে খুঁজিয়াও উহা পাওয়া গেল না, চক্ষের পাতা ফেলিতে না ফেলিতে অদৃশ্য হইয়া গেল! এই ঘটনায় সহরে যে হুলস্থূল পড়িয়া যায়, তাহা আপনি অনুভবেই বুঝিতে পারিবেন—আমি তাহা লিখিয়া বর্ণনা করিতে অসমর্থ। এই ব্যাপারে ইতিকর্ত্তব্যতা-নির্দ্ধারণের জন্য উপরিতন রাজপুরুষেরা সমবেত হইয়া সভা করিয়াছিলেন। চারিদিকে অনুসন্ধানের জন্য পুলিশ প্রেরিত হইয়াছিল। রাস্তার সমস্ত লোকের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করাইতেও তাঁহারা ত্রুটী করেন নাই। সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বিত হইল। কিন্তু কিছুতেই নষ্ট পত্রের পুনরুদ্ধার হইল না! আমার স্বামীকে ও তাঁহার অনুচরকে পুলিশের হাতে দেওয়া হইল। ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষেরা তাঁহাদিগের জোবানবন্দী গ্রহণ করিলেন। আমার স্বামীকে অস্থায়িভাবে পদচ্যুত করা হইল। সেদিনকার বিপদের কথা আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।”

এই দুর্ঘটনার পর আনন্দী বাঈ স্বামীকে রেঙ্গুন ও জাপান হইয়া আমেরিকায় গমনের পরামর্শ দান করিলেন। উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র রমণীগণের অবগুণ্ঠন ও কঠোর অবরোধপ্রথা প্রচলিত থাকায় ঐ প্রদেশে থাকিয়া তাঁহাদিগের চাকরী করিবার ইচ্ছা ছিল না। দক্ষিণ ভারতে গমন করিলেও আনন্দী বাঈর শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। এই সকল কারণে দেশত্যাগেই তাঁহারা কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু ১৮৮২ সালের ১লা এপ্রিল গোপাল রাও পুনরায় চাকরী পাইয়া শ্রীরামপুরে প্রেরিত হওয়ায় সে সংকল্প

কিছুদিনের নিমিত্ত পরিত্যক্ত হইল। শ্রীরামপুর আনন্দী বাঈর নিকট কলিকাতা অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সেখানকার নরনারী-চরিত্রেরও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। তত্রত্য রমণীদিগের অতিরিক্ত তাম্বুল-চর্ব্বণের অভ্যাস ও শিক্ষিতা মহিলাগণের বেশ-ভূষার বৈচিত্র্যের প্রতি তাঁহার একখানি পত্রে বিশেষ কটাক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আনন্দী বাঈকে ডাক বিভাগে চাকরী করিয়া দিবার জন্য গোপাল রাও যে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা এই সময়ে ফলবতী হইল। ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দী বাঈকে ৩০৲ টাকা মাহিনায় একটি চাকরী দিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে গোপাল রাওয়ের অস্থায়িভাবে পদচ্যুত হইবার পর হইতে চাকরীর প্রতি আনন্দী বাঈর ঘৃণা জন্মিয়াছিল। এই কারণে তিনি এক্ষণে চাকরী পাইয়াও গ্রহণ করিলেন না।

শ্রীরামপুরে অবস্থান-কালে কয়েক মাসের ছুটি লইয়া গোপাল রাও সস্ত্রীক জয়পুর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়ার, কানপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশ-পরিভ্রমণের ফলে আনন্দী বাঈর বহুদর্শিতা ও প্রবাস-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিল।

আনন্দ বাঈর ভারতীয় শিক্ষা শ্রীরামপুরেই শেষ হইল। এইখান হইতেই তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য আমেরিকা গমন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গোপাল রাওয়ের ব্যবহার অন্য বিষয়ে যেরূপই হউক, একটী বিষয়ে তিনি অতীব দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। স্বদেশীয় রমণী-সমাজের মঙ্গল কামনা তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার হৃদয়ে গভীর ভাবে বদ্ধ-মূল হইয়াছিল। কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক সংস্কারকেরা যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মৌখিক আন্দোলন অপেক্ষা কার্য্যতঃ স্ত্রীজাতির হিত-সাধনে তাঁহার অধিকতর মনো-যোগ ছিল। এ বিষয়ে স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বিশেষ সহায়তা-লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি ধীর ও অবিচলিত ভাবে তাঁহাকে শিক্ষাদান-পূর্ব্বক আপনার অভীষ্ট সাধনের উপযোগিনী করিয়া লইতে-ছিলেন। দেশের অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার এইরূপ সংস্কার হইয়াছিল যে, উপযুক্ত চিকিৎসয়িত্রীর অভাবে ভারতীয় মহিলাকুলকে পদে পদে যেরূপ বিড়ম্বনা-ভোগ করিতে হয়, আর কিছুরই অভাবে সেরূপ হয় না। এই কারণে, অপর কোনও বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া সেই অভাব মোচনের জন্য তিনি নীরবে স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন। দুঃসময়ের জন্য স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের যোগ্য করাও তাঁহার অন্যতর উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীরামপুর হইতে আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখিয়াছিলেন, "চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া

আমাদিগের দেশের একটি প্রধান অভাব দূর করিবার জন্য আমি নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছি। স্বামীর উপদেশ-গুণেই যে এ বিষয়ে আমার এইরূপ প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, একথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। তাঁহার উপদেশ আমার হৃদয়ে এরূপ দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে যে, তাহা আর কিছুতেই অপনোদিত হইবার নহে। আমার এ সংকল্প কিছুতেই বিচলিত হইবে না।”

এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই মহারাষ্ট্রীয় দম্পতী স্বদেশ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমেরিকা গমনের সংকল্প করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, পাশ্চাত্য ও দেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঐক্যবিধান-পূর্ব্বক দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন-কল্পে চেষ্টা করাও আনন্দী বাঈর অন্যতম লক্ষ্য ছিল। অর্থাভাবে তাঁহাদিগের সংকল্প অনেক দিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া গোপাল রাওয়ের কর্ম্মচ্যুতি ঘটিলে, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া না গিয়া আমেরিকা যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁহার আমেরিকা যাত্রা কিছু দিনের জন্য স্থগিত রহিল।

শ্রীরামপুরে কিছুদিন অবস্থানের পর গোপাল রাও সস্ত্রীক আমেরিকা গমনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দুই বৎসরের অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পত্নীর সহিত তাঁহার আমেরিকায় থাকিবার সুবিধা হইলে, দুই বৎসরে আনন্দী বাঈর চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইবে। কিন্তু রাজপুরুষেরা

তাঁহাকে ছুটি দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার সংকল্পে বাধা পড়িল। তথাপি গোপাল রাও বিচলিত হইলেন না। বহু চিন্তার পর তিনি একদিন সহসা আনন্দী বাঈকে বলিলেন,—"আমি দেখিতেছি, আর বৃথা সময় নষ্ট করায় কোনও ফল নাই। অতএব তুমি একাকিনী আমেরিকায় গমন কর। আমি কিছুদিন পরে তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিব।"

স্বামীর কথা শুনিয়া আনন্দী বাঈ বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু তাঁহার কোনও উত্তর-দানের পূর্ব্বেই গোপাল রাও বলিলেন,—"এ পর্য্যন্ত কোনও ব্রাহ্মণপত্নী একাকিনী বিদেশে গমন করেন নাই। অতএব তুমি এ বিষয়ে সকলের পথি-প্রদর্শিনী হও। স্বদেশীয় রীতিনীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া স্বীয় ব্যবহার-গুণে আমেরিকাবাসীকে হিন্দু রীতিনীতির পক্ষপাতী কর। স্ত্রীলোকের দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না বলিয়া এদেশে যে প্রবাদ আছে, তুমি তাহা উপকথায় পরিণত কর। এদেশের অনেক সংস্কারক নারী জাতির মঙ্গলের জন্য বহুদিন হইতে মৌখিক আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কাহারও দ্বারা কিছুই ঘটিয়া উঠিতেছে না। আমার ইচ্ছা, তুমি সেই দুষ্কর কার্য্য অংশতঃ সম্পাদন করিয়া সকলের উদাহরণ-স্থানীয়া হও।"

স্বামীর উপদেশামৃত-সেচনের ফলে আনন্দী বাঈর হৃদয়ক্ষেত্রে স্বদেশ-হিতৈষণার বীজ ইতঃপূর্ব্বেই উপ্ত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এই কারণে স্বামীর এই আদেশ-শ্রবণ-মাত্র তিনি তাহাতে সম্মতি-প্রকাশ করিলেন। ইহার পর ভাবী বিরহের ও বৈদেশিক দুঃখ-

কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া তিনি কয়েকবার বিচলিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু ভগবানের করুণায় দৃঢ় বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য-পালনে অটল বাসনা-বশতঃ তিনি চিরপোষিত সংকল্পের পরিহার করিলেন না। এই বিষয়ে শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পতি-বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় উদ্বেগ, স্বামীর অর্থাভাবের জন্য দুঃখ-প্রকাশ, তাঁহার আমেরিকা গমনে আত্মীয় বন্ধুগণের আপত্তি ও তাঁহার পাতিব্রত্যনাশের আশঙ্কা, তাঁহার দৃঢ়-চিত্ততা, স্বদেশ-ভগিনীগণের কল্যাণ-সাধনে উৎসাহ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি পত্রে তিনি স্বীয় শেষ সিদ্ধান্ত এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে কার্য্যের জন্য আমেরিকা যাইতেছি, তাহা যদি সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই আমি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইব। যদি অকৃতকার্য্য হই, তবে ভারতে আর কাহাকেও মুখ দেখাইব না। প্রাচীন কালের হিন্দুরমণীগণ কিরূপ বুদ্ধিমতী, শৌর্য্যশালিনী ও পরোপকার-পরায়ণা ছিলেন, তাহা আমি জানি। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি তাঁহাদিগের নাম কখনই কলঙ্কিত করিব না। যেরূপে হউক, আমি স্বীয় কর্ত্তব্য-পালন করিব। আমার বিশ্বাস, কেহ আমার অনিষ্ট-সাধন করিতে পারিবে না। কারণ, একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কাহারও ইষ্টানিষ্টসাধন করিতে পারে না। আমরা সকলেই যখন পরমেশ্বরের সন্তান, তখন কেন আমি বিপন্ন হইব? আমাকে আমার কর্ত্তব্যপালন করিতেই হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

মরি বা বাঁচি, আমি সঙ্কল্প-চ্যুত হইব না। * * * * * আমি যাঁহার বাটীতে থাকিব, তিনি যেন আমাকে কন্যার মত দেখেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমাকে তথায় অবস্থানকালে স্বহস্তে পাক করিতে হইবে। তাহাতে খরচও কিছু কম পড়িতে পারে।” এই সময়ে সেই বীরবালার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র ছিল!

গোপাল রাও বোম্বাইয়ের থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভ্য ছিলেন। এই কারণে আনন্দী বাঈর আমেরিকা গমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া কর্ণেল অল্‌কট মহোদয় তাঁহাকে আমেরিকার একজন বিচারপতির নামে একখানি অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিলেন। ইহার পর উপযুক্ত সহযাত্রীর অনুসন্ধানে ও অপর নানা কারণে বহু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। এদিকে আনন্দী বাঈ আমেরিকা যাইবেন, এই কথা সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা নানা প্রকারে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহার অনেক হিতৈষী ব্যক্তিও এই সময়ে তাঁহার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আনন্দী বাঈ কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করিলেন না।

আনন্দী বাঈর আমেরিকায় গমনের কারণ-সম্বন্ধে অনেকে তাঁহাকে অনেক প্রকারের প্রশ্ন করিতেছিলেন। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর-দানের জন্য আনন্দী বাঈ স্থানীয় বিদ্যালয়গৃহে সভা আহূত করিয়া স্বীয় বক্তব্য ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতাকারে প্রকাশ করেন। সে বক্তৃতা সেই সময়ের অধিকাংশ দেশীয় ও ইংরাজী সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া ব্রাহ্মণ-যুবতীর

মুখে প্রকাশ্য সভায় ইংরাজী ভাষাতে সেই অনর্গল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সে দিনকার বক্তৃতায় আনন্দী বাঈ যে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, সেগুলি এই,—

১। আমি কেন আমেরিকায় যাইতেছি ?

২। ভারতবর্ষে থাকিয়া কি শিক্ষা-লাভ অসম্ভব ?

৩। আমি একাকিনী যাইতেছি কেন ?

৪। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে সামাজিকগণ আমায় জাতিচ্যুত করিবেন কি না ?

৫। যদি বিদেশে আমার কোনও বিপদ ঘটে, তাহা হইলে আমি কি করিব ?

৬। আজ পর্য্যন্ত কোনও রমণী যে কার্য্য করেন নাই, সে কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করিতেছি কেন ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এ দেশীয় মহিলাসমাজের যত প্রকার অভাব আছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্না রমণীর অভাবই সর্ব্ব প্রধান। এ দেশের অনেক সভাসমিতি স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও শিল্প-কলা-বিজ্ঞানাদির প্রবর্ত্তন-বিষয়ে যত্নশীল হইয়াছেন ; কিন্তু দেশীয় রমণীদিগকে আমেরিকার ন্যায় সভ্য দেশে প্রেরণ-পূর্ব্বক চিকিৎসা-শাস্ত্রে পারদর্শিনী করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা এদেশে চিকিৎসা-বিদ্যার বিস্তার-বিষয়ে কেহই মনোযোগ দেয় নাই। ইউরোপীয় বা আমেরিকা দেশীয় চিকিৎসয়িত্রীরা এদেশের রীতি-নীতি-বিষয়ে অনভিজ্ঞা ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী। এ কারণে তাঁহাদিগের দ্বারা এদেশীয় রমণীবৃন্দের চিকিৎসা-কার্য্য সুচারুরূপে

সম্পন্ন হয় না। ভারতীয় মহিলাকুলের এই গুরুতর অভাব দূর করিবার জন্য আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমেরিকায় ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেছি।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ, —"মান্দ্রাজ ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি ভালরূপে ডাক্তারী শিখিবার কলেজ নাই। অন্যত্র যাহা আছে, তাহাতে ধাত্রীবিদ্যার অধিক আর কিছুই শিখান হয় না। মান্দ্রাজেও হিন্দুরমণীর শিক্ষার কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত নাই। আমিও ডাক্তারি শিখিবার জন্য ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার পক্ষে এদেশে কোনও স্থানে শিক্ষার সুবিধা নাই।" বোম্বাই, কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে অবস্থান-কালে দুষ্ট ও ইতর জনেরা তাঁহার প্রতি পরিহাস-বিদ্রূপাদি বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ব্যথিত করিত, অনেক ভদ্রনামধারী ব্যক্তিও যেরূপে তাঁহার অলীক কুৎসা-রটনা দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিত, এই প্রসঙ্গে তিনি তাহারও বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, আমেরিকায় এ সকল বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্বীয় স্বামীর দারিদ্র্যের উল্লেখ করিতে বাধ্য হন। তদ্ভিন্ন তাঁহার শ্বশুর, শ্বশ্রূ ও অল্পবয়স্ক দেবরাদির ভরণপোষণের ভার যখন তাঁহার স্বামীর উপরই ন্যস্ত ছিল, তখন তাঁহাদিগকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমেরিকায় গমন গোপাল রাওয়ের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত কার্য্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন নাই।

আমেরিকায় গমন-হেতু সামাজিক দণ্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়া

তিনি বলেন,—"আমি যদি সেখানে সম্পূর্ণ হিন্দুভাবে অবস্থান করি, তাহা হইলে কেন আমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি বেশ-ভূষা ও আচার-ব্যবহারাদি সর্ব্ববিষয়ে আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রদর্শিত মার্গের অনুসরণ করিব, সংকল্প করিয়াছি। যেখানেই গমন করি না কেন, আমি যে হিন্দু রমণী, ইহা আমি কখনও ভুলিব না। ইহার পরও যদি কেহ আমায় সমাজচ্যুত করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা এখনই তাহা করিতে পারেন। সেজন্য আমি ভীত নহি।"

পঞ্চম প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি বলেন, বিপদ স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র সকলেরই ঘটিয়া থাকে ও ঘটিতে পারে, সেজন্য দেশহিতকর অনুষ্ঠানে কাহারও বিরত হওয়া উচিত নহে।

শেষ প্রশ্নের উত্তরে শিবি ও ময়ূরধ্বজ রাজার উপাখ্যান বিবৃত করিয়া তিনি বলেন, "বহু জন-সমাজের হিতের জন্য ব্যক্তিগত শ্রম স্বীকারে পশ্চাৎপদ হওয়া বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যে সমাজে বাস করিতেছি, অহরহঃ যে সমাজের নিকট হইতে নানা প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছি, সেই সমাজের হিতসাধনের জন্য, প্রাপ্ত উপকারের পরিশোধ করিবার জন্য, কষ্ট স্বীকার করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। অপরে সে কর্ত্তব্য-পালনে ঔদাস্য-প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া আমাকেও কি তাহাই করিতে হইবে?"

শ্রীরামপুরের কলেজেও তিনি এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করেন। ইহার পরে শিক্ষিত সমাজের অনেকে তাঁহাকে উৎসাহ দান করিয়া পত্র লিখেন। ডাক বিভাগের ডিরেক্টর এই সংবাদ অবগত হইয়া

আনন্দী বাঈকে সাহায্য-স্বরূপ এক শত টাকার একখানি নোট পাঠাইয়া দেন। আমেরিকা-যুক্ত-রাজ্যের কলিকাতাস্থ রাজদূতও তাঁহাকে আমেরিকার দুই জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামে দুই খানি অনুরোধ পত্র প্রদান করেন। তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রশংসা-পূর্ব্বক আমেরিকার একখানি সংবাদ-পত্রে তাঁহার সচিত্র জীবন-চরিত লিখিয়াও তাঁহার প্রতি আমেরিকাবাসীর সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিলেন। ডাক্তার থোবার্ণ নামক জনৈক কলিকাতা-প্রবাসী আমেরিকান মিশনরীর নিকট হইতেও আনন্দী বাঈ পাদরি সাহেবের আমেরিকাস্থিত বন্ধুবান্ধবের নামে অনুরোধ-পত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল আনন্দী বাঈর আমেরিকা যাত্রার দিবস নির্দ্ধারিত হইল। প্রথমতঃ গোপাল রাও তাঁহার সহিত এডেন বা নিতান্ত পক্ষে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত গমন করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ ও অবকাশের অভাবে তাঁহাকে সে সংকল্পও ত্যাগ করিতে হইল। পরিশেষে শ্রীমতী জন্সন নাম্নী একটি মহিলা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া অশ্বাস প্রদান করিলেন। ফিলেডেলফিয়ার "ওল্ড স্কুল" নামক চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে যাঁহারা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন তাঁহাদিগের সকলেই রমণী,—সেখানে পুরুষের সঞ্চারমাত্র নাই। আনন্দী বাঈ সেই বিদ্যালয়ে গিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবেন, স্থির করিলেন।

অতঃপর যাত্রার আয়োজন আরব্ধ হইল। আমেরিকায় এদেশীয় পদার্থ দুর্লভ বলিয়া আনন্দী বাঈ প্রচুর পরিমাণে চুড়ি, কাঁচুলী,

দেশীয় কাপড়, মারাঠী সাড়ী ও উৎকৃষ্ট দেশীয় সিন্দূর প্রভৃতি সঙ্গে লইলেন। আনন্দী বাঈ বৈদেশীক দ্রব্য-ব্যবহারের ঘোর বিরোধিনী ছিলেন। এই কারণে তাঁহাকে তিন বৎসর ব্যবহারের উপযোগী সমস্ত দ্রব্য এখান হইতে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। আমেরিকায় এখানকার অপেক্ষা শীতের প্রকোপ অধিক। শুদ্ধ কঞ্চুলিকা দ্বারা তথায় শীত নিবারিত হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আনন্দী বাঈ জামা প্রস্তুত করিবার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের "ধোসা" প্রভৃতির ন্যায় অতি কর্কশ ঊর্ণ বস্ত্রাদি বহু পরিমাণে ক্রয় করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসীকে দেখাইবার জন্য তিনি রামচন্দ্র, শঙ্কর, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর চিত্রাদিও সঙ্গে লইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার আমেরিকা-গমনে বর্ত্তমানকালের তামসিকতা বা বিলাসিতার লেশ মাত্র ছিল না। তিনি আশ্রমচারিণী তপস্বিনী ঋষি-কন্যার ন্যায় জ্ঞানাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া অতি পবিত্রভাবে খৃষ্ট রাজ্য আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। যৌবনে চিত্তের এরূপ সংযম অধুনা বড় দুর্লভ।

৬ই এপ্রিল রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া আনন্দী বাঈ সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর শয্যাগতা হইলেন। সে রজনীতে গোপাল রাওয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী স্ত্রীকে দেশের ও তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য সমুদ্র পারে নির্ব্বাসিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি ভাল কি মন্দ কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ-সর্ব্বস্ব দান করিয়া তিনি যাহাকে এতদিন পালিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছেন, অপরিচিত দূর দেশে কে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, তিনিই বা কিরূপে প্রিয়তমার বিরহে

একাকী কালযাপন করিতে পারিবেন প্রভৃতি বিবিধ চিন্তায় সমস্ত রাত্রি তাঁহার মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হইতেছিল।

সমীপবর্ত্তী গির্জার ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া তিনটা বাজিবা-মাত্র গোপাল রাও সহধর্ম্মিণীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আনন্দী বাঈ শয্যার উপর উঠিয়া বসিবামাত্র প্রবল শোকাবেগে গোপাল রাওয়ের কণ্ঠ-রোধ হইল; মুহূর্ত্ত পরে প্রিয়তম স্বামীর ও মাতৃকল্পা জন্মভূমির শান্তিস্নিগ্ধ ক্রোড় হইতে বহুদূরে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে ভাবিয়া আনন্দী বাঈ উদ্বেলচিত্ত হইলেন। তাঁহারও কথা কহিবার শক্তিমাত্র রহিল না। তিনি শোক-গম্ভীর চিত্তে আত্মীয় বন্ধুগণকে অভিবাদন করিয়া স্বামীর সহিত শকটারোহণে বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে উভয়েরই নিস্পন্দ দৃষ্টি পরস্পরের মুখ-মণ্ডলের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিদায়সম্ভাষণের জন্য বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না।

বন্দরে উপস্থিত হইয়া আনন্দী বাঈ ষ্টীমারে আরোহণ করি-লেন। শ্রীমতী জন্সনের হস্তে স্বীয় পত্নীকে সমর্পণ করিয়া গোপাল রাও বলিলেন, "স্বল্প ব্যয়ে অথচ যথাসম্ভব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত যাহাতে আমার স্ত্রী আমেরিকায় পৌঁছিতে পারেন, আপনি তাহার চেষ্টা করিলে আমি সুখী হইব।" এই কথা শুনিয়া জন্সন সাহেব অতীব উদ্ধতভাবে উত্তর করিলেন,—"তাহা হইতে পারে না। আমার স্ত্রীর সহিত থাকিলে তোমার স্ত্রীকে আমার স্ত্রীর তুল্য অর্থব্যয় করিতে হইবে!" এই উত্তরে গোপাল রাও বজ্রাহত

হইলেন। কিন্তু তখন আর প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ছিল না। সুতরাং তিনি আনন্দী বাইকে সতর্ক করিয়া দিয়া পরিশেষে বলিলেন,— "তুমি করুণাময় সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিও।"

অতঃপর আর সেখানে দাঁড়াইতে না পারিয়া গোপাল রাও অশ্রুমোচন করিতে করিতে গৃহাভিমুখী হইলেন; এদিকে আনন্দী বাঈর নিরুদ্ধ শোকাবেগ তাঁহার স্ফুরদধর-নাসাপুটে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আর রোদন-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রবল অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত ও বস্ত্রাঞ্চল অভিষিক্ত হইল। ষ্টীমার যতক্ষণ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হইল, ততক্ষণ তাঁহার অশ্রুপ্লুত দৃষ্টি গোপাল রাওয়ের প্রতি স্থাপিত ছিল। গোপাল রাও অন্তর্হিত হইবার পরও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দী বাঈ চিত্রার্পিতার ন্যায় স্বামীর ধ্যানে নিমগ্না ছিলেন!

এইরূপে দেশের হিতকর কার্য্যে আপনার প্রাণের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন করিয়া গোপাল রাও শূন্য হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন! ইহার পর তাঁহার অবস্থা যেরূপ হইল, তাহা সীতা দেবীর নির্ব্বাসন-কারী রামচন্দ্রের সহিত সম্পূর্ণরূপেই তুলনীয়। তিনি তিন মাসের ছুটী লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ-পূর্ব্বক চিত্তকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। সে সময়ে তাঁহার হৃদয় এরূপ শোকবিদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি কোনও স্থানে দুই দিনের অধিক অবস্থান করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

ষ্টীমারে আরোহণের পর আনন্দী বাঈর ঘোর পরীক্ষা আরব্ধ হইল। তিনি একে প্রিয়জনের বিরহে ও অপরিচিত দেশের দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন, সমুদ্র-পীড়ায় তাঁহার শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর শ্রীমতী জন্সনের দুর্ব্ব্যবহারে তাঁহাকে ঘোরতর নিগ্রহভোগ করিতে হইল। শ্রীমতী জন্সন মিশনরি-রমণী, খৃষ্টভক্তি-প্রচারের জন্য স্বামীর সহিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় এদেশের কত জনের হৃদয় খৃষ্টের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা জানি না; কিন্তু তিনি আনন্দী বাঈকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের দীক্ষা-গ্রহণের জন্য যেরূপ অসীম যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে, মিশনরিদিগের প্রতি অভক্তির সঞ্চার হয়। ষ্টীমারে অবস্থান-কালে তিনি প্রথমে মিষ্ট উপদেশ, তাহার পর প্রলোভন এবং পরিশেষে তিরস্কার ও ভয়-প্রদর্শন দ্বারা অসহায়া আনন্দী বাঈকে স্বধর্ম্মত্যাগ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দী বাঈ কিছুতেই স্বধর্ম্মত্যাগে স্বীকৃত হন নাই!

ইহার পর অন্য প্রকার প্রলোভনের ও বিপদের সূত্রপাত হইল। সেই ষ্টীমারের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব শ্রীমতী জন্সনের সহায়তায় আনন্দী বাঈকে বিপথগামিনী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল! পাপিষ্ঠ তাঁহাকে একাকিনী দেখিলেই নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহার তোষামোদে

প্রবৃত্ত হইত এবং তাঁহাকে নিম্নতলে গিয়া এঞ্জিন প্রভৃতি যন্ত্রাদি-দর্শনের জন্য অনুরোধ করিত। আনন্দী বাঈ সাহেবের অসদভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রার্থনায় অমনযোগ করিলে, শ্রীমতী জন্সন তাঁহাকে তিরস্কার-পূর্ব্বক ষ্টীমারের যন্ত্রাদি দেখিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। এই কৌশল ব্যর্থ হওয়ায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁহাকে একটি সুবর্ণ-নির্ম্মিত বহুমূল্য ঘড়ি উপহার দিবার প্রস্তাব করিল; বলিল, "আপনার জ্ঞানলাভ বিষয়ে অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। এই ঘড়িটি আমেরিকায় পাঠাভ্যাস কালে আপনার অনেক উপকারে লাগিবে।" সাধ্বী আনন্দী বাঈ এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিলেন।

আনন্দী বাঈকে এইরূপ অদম্যা ও অবাধ্যা দেখিয়া শ্রীমতী জন্সন তাঁহার প্রতি অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সময় হইতে আনন্দী বাঈর প্রতি তাঁহার বিরাগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। ষ্টীমারে অবস্থান-কালে আনন্দী বাঈ দন্ত-রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। সে অবস্থায় তাঁহাকে কয়েক দিন সম্পূর্ণ অনাহারেই কালযাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কঠোর-হৃদয়া শ্রীমতী জন্সন রোগের সময়ে একদিনের জন্যও তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হন নাই। ষ্টীমারস্থিত অপর শ্বেতাঙ্গ-মহিলারাও তাঁহারই পন্থানুবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, দাস-দাসীর প্রতি সাধারণতঃ লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, তাঁহারা আনন্দী বাঈর সহিত প্রায় তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। তিনি অখাদ্য-ভক্ষণে অনিচ্ছা-প্রকাশ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে বিদ্রূপ

করিয়া লাঞ্ছিত করিতেও বিরত হইতেন না। এমন কি, সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক জন আনন্দী বাঈর প্রকোষ্ঠ অধিকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে ডেকের উপর উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেও বাধ্য করিতেন। এইরূপ নানাপ্রকার কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও আনন্দী বাঈ যখন তাঁহাদিগের প্রতি কোনও প্রকার অসদ্ভাব প্রকাশ করিলেন না, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত মিত্রতা-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী জন্সনের প্রকৃতির কিছুতেই পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

ষ্টীমারে অবস্থান-কালে আনন্দী বাঈ প্রত্যহ ২।৩টি আলু ভিন্ন প্রায় আর কিছু খাইতেন না। এইরূপ ভাবে তিনি ১০ই মে লণ্ডন ও ১৬ই মে লিভারপুলে উপস্থিত হন। তথায় দুই এক দিন অবস্থানের পর তিনি আমেরিকাগামী ষ্টীমারে আরোহণ করিলেন। শ্রীমতী জন্সন তখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। ষ্টীমারখানি আমেরিকার নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি আনন্দী বাঈকে বলিলেন, "মিসেস জোসী! তোমার স্বামী তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। একারণে তোমার উপর মিসেস কার্পেণ্টারের কোনও অধিকার নাই। আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের নিকট রাখিতে পারি!" ইহার পর সেই দুষ্টা আনন্দী বাঈর নিকট শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে অতীব অসচ্চরিত্রা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আনন্দী বাঈ ইহাকে অসন্তোষ-প্রকাশ করিলে পাপীয়সী তাঁহাকে "চোর, দুষ্ট, অসভ্য ও খুনী আসামী" প্রভৃতি নানাপ্রকার কটু-

বাক্যে ব্যথিত করে। বোষ্টন নগরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিবার জন্য শ্রীমতী জন্সন ইহার পরও চেষ্টা করিতে বিরত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল নির্য্যাতনের কথা আনন্দী বাঈ বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বামীকেও জ্ঞাপন করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, অনেক পত্রেই তিনি সাধারণ-ভাবে শ্রীমতী জন্সনের প্রশংসাই করিয়াছেন। আমেরিকায় পৌঁছিবার বহুদিন পরে তিনি একখানি পত্রে প্রসঙ্গক্রমে স্বীয় স্বামীকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন—

"আজ পর্য্যন্ত যে কথা আপনাকে জ্ঞাপন করি নাই, অদ্য তাহা জানাইতেছি। শ্রীমতী জন্সনের দুর্ব্ব্যবহারের বিষয় অনেক বার আপনাকে বিস্তারিতরূপে জানাইব, মনে করিয়াছিলাম, কয়েকবার লিখিতেও বসিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথা লিখিতে আমার এত কষ্ট হয় যে, অনেকবার অর্দ্ধ লিখিত পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি—অশ্রুমোচন করিয়া বহু ক্ষণ পরে চিত্তকে শান্ত করিতে হইয়াছে! তথাপি সে বিষয়ের আভাষ দিবার জন্য সংক্ষেপে দুই একটি কথা লিখিতেছি।" এই পত্রেও তিনি সকল কথা বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। বহু প্রকারে নির্য্যাতনভাগিনী হইয়াও ক্ষমাশীলা আনন্দী বাঈ পরনিন্দা-বিষয়ে মূক-স্বভাবা ছিলেন।

যথাসময়ে আনন্দী বাঈ রোশেলের নিকটবর্ত্তী বন্দরে উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য শ্রীমতী কার্পেণ্টার বন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আনন্দী বাঈ ষ্টীমার হইতে

অবতীর্ণ হইলে সহজেই উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। তাঁহারা তথা হইতে বাস্পীয় শকটযোগে রোশেল অভিমুখে যাত্রা করেন। এই প্রথম সাক্ষাৎকার-কালে আনন্দী বাঈর ব্যবহার দেখিয়া শ্রীমতী কার্পেণ্টার নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন,—

আনন্দী বাঈ কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা কহেন না। তিনি নিতান্ত স্বল্পভাষিণীও নহেন। তাঁহার ন্যায় গাম্ভীর্য্য অনেক বর্ষীয়সী রমণীর চরিত্রেও দুর্ল্ভ। এরূপ অল্প বয়সে এতাদৃশ গাম্ভীর্য্য অন্যত্র অসম্ভবপ্রায় বলিয়াই মনে হয়। আনন্দী বাঈর সহিত বন্দরে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তিনি অন্যান্য চপলপ্রকৃতি বালিকার ন্যায় গাড়ীর জানালা হইতে মুখ বাহির করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন; অথবা প্রত্যেক নব দৃষ্ট পদার্থ-সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া আমাকে বিরক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না! তিনি অতি গম্ভীরভাবে গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। অনেকবার আমার মনে হইত যে, এইবার তিনি আমার প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু তিনি আমায় কোনও বস্তুর সম্বন্ধে আদৌ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না! তাঁহার বুদ্ধির স্থূলতা বা জিজ্ঞাসা-বৃত্তির অভাব যে ইহার কারণ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি পরে এ বিষয়ে যে সকল কথা আমায় বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে আমি বুঝিলাম যে, তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে এই অজ্ঞাত-পূর্ব্ব দেশের অনেক ব্যাপারেরই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দৃষ্টিমাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি অতীব শান্তভাবে সমস্ত বিষয়ই সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে আসিবার পর নিত্য নূতন পদার্থের ও রীতি-নীতির সন্দর্শন করিয়াও তিনি কখনও সেবিষয়ে প্রশ্ন-পূর্ব্বক আমাকে বিরক্ত করেন নাই। তাঁহার ব্যবহারে দোষারোপ করিবার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার কার্য্যকুশলতা, একাগ্রতা, সদাচার প্রভৃতি গুণ সকলেরই অনুকরণীয়।”

আমেরিকায় পৌঁছিয়া আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সমভিব্যাহারে প্রথমে নিউজারসী নগরে তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। তথায় তাঁহাকে চারি মাস অবস্থিতি করিতে হয়। সেখানে বাসকালে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কার্পেণ্টার পরিবার-ভুক্ত সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বালক বালিকারা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদিগের এই হিন্দু ভগিনীর সঙ্গ-ত্যাগ করিত না! প্রতিবেশিনীগণও তাঁহার নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। বিদেশে গিয়া উপহসিতা হইবার ভয়ে পরকীয় রীতিনীতির অবলম্বন দূরে থাকুক, স্বীয় ব্যবহার গুণে তিনি কার্পেণ্টার পরিবারে নানা বিষয়ে হিন্দু রীতিনীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আনন্দী বাঈ কখনও নাম-গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে আহ্বান করিতেন না। গুরুজনের নামোল্লেখ-সহকারে আহ্বানের রীতি পাশ্চাত্য দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে; এমন কি, তথায় পুত্রও পিতার নামগ্রহণ পূর্ব্বক আহ্বান করিতে সঙ্কোচবোধ করেন না। কিন্তু আনন্দী বাঈর আচরণে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের আত্মীয় স্বজনেরা এ বিষয়ে হিন্দু রীতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিলেন।

প্রাতঃকালীন "শেকহ্যাণ্ডের" পরিবর্ত্তে নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিবার প্রথাও তাঁহারা গ্রহণ করিলেন। আনন্দী বাঈ কার্পেণ্টার পরিবারে "হেলেনা," "স্টুবার্ট" এবং "এ্যামি" প্রভৃতি নামের পরিবর্ত্তে "তারা", "সগুণা," ও "প্রমীলা" নামের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি তাঁহার অনেক সঙ্গিনীকেই ভারতবর্ষীয় শাড়ীর পক্ষপাতিনী করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদিগের অনেকেই মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে বেণীযুক্ত কবরীবন্ধন ও সীমন্তদেশে সিন্দূর-ধারণে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের গৃহে শাড়ীর মাহাত্ম্য এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, বালক-বালিকারা তাহাদের পুতুলগুলিকেও শাড়ী না পরাইয়া তৃপ্তিলাভ করিত না।

আনন্দী বাঈর ভারতবর্ষ-পরিত্যাগের পর গোপাল রাও একটি পত্রে তাঁহাকে, প্রয়োজন হইলে বৈদেশিক বেশভূষা ও মাংসাহার করিবারও অনুমতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দী বাঈর স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় প্রীতি ছিল যে, তিনি আমেরিকার ন্যায় শীত-প্রধান দেশে অবস্থান-কালেও কখনও আমিষ স্পর্শ করেন নাই। সুস্থাবস্থায় তিনি সর্ব্বদা স্বহস্তে "ডাল রুটি" প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতেন। ঐ প্রদেশের শৈত্যাধিক্য-বশতঃ তাঁহাকে পোষাক পরিচ্ছদে সামান্য পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় রীতিক্রমে শাটী পরিধান করিলে পদযুগলের নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত থাকে বলিয়া তিনি গুজরাটী ধরণে শাটী পরিতেন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অর্ণবপোতে আরোহণ করিবামাত্র তিনি পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয় ধরণে শাড়ী

পরিতে বিলম্ব করেন নাই। স্বদেশীয় পরিচ্ছদের জন্য তাঁহাকে ইংলণ্ড, আয়ার্লণ্ড ও আমেরিকায় কয়েকবার দুষ্ট জনের হস্তে নিগ্রহভোগও করিতে হইয়াছিল। যাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের নিকট উপহাস-ভাজন হইতে হইবে বলিয়া প্রবাস-কালে ইউরোপীয় রীতিনীতির অনুবর্ত্তন করেন, স্বদেশে আসিয়া অভ্যাস-দোষের দোহাই দিয়া প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়েও সাহেবী খানায় অনুরাগ-প্রকাশ ও উষ্ণ পরিচ্ছদে দেহকে আবৃত করিয়া সাহেবীয়ানার মর্য্যাদা রক্ষা করেন, তাঁহারা একবার আনন্দী বাঈর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলে সুখের বিষয় হয়।

আমেরিকায় অবস্থিতিকালে একদিনের জন্যও কোন বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ পায় নাই, কেহই তাঁহাকে "আনাড়ী" বলিয়া ভাবিবার অবসর পায় নাই। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে দুই একদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য গৃহকর্ম্মে যথোচিত অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের গৃহে রন্ধন ভিন্ন তিনি যাবতীয় কার্য্যেই গৃহস্থদিগকে সহায়তা করিতেন। বাল্যাবধি তাঁহার ক্রীড়ানুরাগ প্রবল ছিল। একবারমাত্র দেখিয়া তিনি তত্রত্য বালক-বালিকাগণের ক্রীড়া-পদ্ধতি এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার খেলিবার পর্য্যায় উপস্থিত হইলে তিনি প্রথমবারেই সকলের অগ্রস্থান অধিকার করিলেন। সঙ্গীতবিদ্যাও তাঁহার নিতান্ত অপরিচিত ছিল না। যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তিনি অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ক মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। সকলেই তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণ

করিয়া তাঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিত। কিন্তু সেই প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দী বাঈ কখনও গর্ব্বে স্ফীত হন নাই; এমন কি, তজ্জন্য আত্মপ্রসাদের কোন লক্ষণ কখনও তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রকাশ পাইত না।

কণ্ঠস্বরের ন্যায় তাঁহার সৌন্দর্য্যও আমেরিকাবাসীর প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীমতী কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন,—"আনন্দী বাঈ স্বদেশীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইলে, তাঁহার লাবণ্যচ্ছটায় আমার নেত্র উদ্ভাসিত হইয়া যায়। মনে হয়, যেন দেবলোক হইতে কোন সুরসুন্দরী ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।" আনন্দী বাঈর রূপ যে অনিন্দ্য সুন্দর ছিল, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার দিব্য-জ্যোতিঃ সকলকেই বিস্ময়ে আপ্লুত করিত। তাঁহার বিবিধ অবস্থার আলোক-চিত্র (ফটোগ্রাফ) দর্শন করিলে অনেক সময়ে তাঁহাকে কামরূপধারিণী বলিয়াই সন্দেহ জন্মে। চিত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ-বশতঃ তিনি আমেরিকায় আপনার বহুসংখ্যক ফটোগ্রাফ তুলাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রত্যেক চিত্রেই তদীয় বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশমান। এমন কি, তাঁহার কোন দুইখানি ফটোগ্রাফ একরূপ নহে। তাঁহার একই দিবসে অঙ্কিত দুই খানি আলোক-চিত্রেও তাহার রূপের এতদূর বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় যে, কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই সে দুইটিকে এক ব্যক্তির চিত্র বলিয়া সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার এই নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যভঙ্গীর জন্যই বোধ হয় তিনি শ্রীমতী কার্পেণ্টারের চক্ষে দেবকন্যার ন্যায় প্রতিভাত

হইয়াছিলেন। তাঁহার সদানন্দ ভাবও ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কি পাঠাভ্যাসের সময়ে, কি গৃহস্থালীর কার্য্যে, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সদা-প্রফুল্ল-ভাব দেখিয়া শ্রীমতী কার্পেণ্টার এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে "আনন্দ-নির্ঝরিণী" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই দেব-কন্যা-রূপিণী আনন্দ-নির্ঝরিণীও সময়ে সময়ে শোকের আবিল তরঙ্গে বিক্ষোভিত হইত। ভারতবর্ষের ডাক আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলে অথবা গোপাল রাওয়ের পত্র পাইতে বিলম্ব ঘটিলে আনন্দী বাঈর মুখে উদ্বেগ ও উদাসীনতার ছায়া পরিদৃষ্ট হইত। তিনি একটী পত্রে গোপাল রাওকে লিখিয়াছেন,—"অন্য কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও একটী বিষয়েই আমার মন সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকে। আপনার চিন্তায় (ধ্যানে) আমি অধিকাংশ সময় আনন্দ উল্লাসে যাপন করি; কিন্তু যখন আমাদের উভয়ের মধ্যগত দূরত্বের বিষয় মনে উদিত হয়, তখন হৃদয়-নৈরাশ্যসাগরে মগ্ন হইয়া যায়। আমি যথাসাধ্য নিজের মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করি, তথাপি মুখে বিষাদের ভাষা প্রকাশিত হইয়া পড়ে বলিয়া আমার মনে হয়। প্রথমে প্রথমে আমার রোদনোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এপর্য্যন্ত কাহাকেও আমার অশ্রু দেখিতে দিই নাই। এখন আর প্রায় চক্ষে জল আসে না, দুঃখবেগ অসহ্য হইলে কেবল জিহ্বা ও কণ্ঠ শুষ্ক হয়, হৃদয় অব্যক্ত যন্ত্রণার ভারে মথিত হইয়া যায়। কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পারে, এই ভয়ে আমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া

হৃদয়ের ভার লঘু করিবার অবসর সকল সময়ে পাই না।" এরূপ মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের নিকট আনন্দ-নির্ঝরিণী-রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, ইহা কি সামান্য ধৈর্য্যশীলতার পরিচায়ক ?

আনন্দী বাঈর আমেরিকায় বসতি-কালে এই দেশ হইতে কয়েকজন ভদ্রসন্তান বিদ্যা-শিক্ষার্থ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে, আনন্দী বাঈর পত্রে কেবল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। অপর কয়েকজনের সম্বন্ধে তিনি পুণার কোন বান্ধবীকে লিখিয়াছিলেন—"আমেরিকায় আগমন করিলে যে ভারতবাসীর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, একথা ইঁহাদের অনেকে বুঝেন না। এখানে আসিলে স্বর্গ হাতে পাইয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন এবং স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন। সংখ্যায় কম হইলেও ইহাদিগের আচরণ দেখিয়াই আমেরিকার লোকেরা সমগ্র ভারতবাসীর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। এই কারণে, অন্ততঃ জনক-জননীর ও স্বদেশের সুনামের জন্যও ইঁহাদিগের এদেশে অবস্থান-কালে সদাচরণে অনুরাগ প্রকাশ কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের মধ্যে দুই একজন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন আমাকে থিয়েটার দেখাইতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমি তাঁহার প্রস্তাবে ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিলাম। ইনি বোধ হয় ভাবেন যে, তাঁহার ন্যায় সকলেই শিক্ষা-ব্যপদেশে বিলাস-বাসনা-চরিতার্থ করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছে। ইঁহার

ন্যায় কয়েক জনের ব্যবহারে মার্কিনবাসীর চক্ষে ভারতবাসীর মর্য্যাদা লাঘব হইয়াছে দেখিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছি। একেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদেশের লোকের নানাপ্রকার কুসংস্কার আছে; তাহার উপর আবার, খৃষ্টীয় "ভট্টাচার্য্যগণের" অনুগ্রহে তাহা অধিকতর ঘনীভূত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এদেশে বাসকালে সতর্কতার সহিত সদাচরণ না করিলে ভারত-মাতার মর্য্যাদার হানি ঘটিবে, এ কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণ রাখা উচিত।"

আমেরিকায় উপস্থিত হইবার পর আনন্দী বাঈ ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্ক হইতে শিক্ষালাভের জন্য আহূত হন। ফিলাডেল-ফিয়ার ওল্ড স্কুল নামক বিদ্যালয়ে চিকিৎসা-পারদর্শিনী রমণীগণের দ্বারা শিক্ষাদান কার্য্য সমাহিত হইয়া থাকে বলিয়া সেখানে গমন করাই আনন্দী বাঈ সঙ্গত মনে করিলেন। প্রথমে তথায় এক বৎসর কাল শিক্ষালাভ করিয়া পরে তাঁহার নিউইয়র্ক গমনপূর্ব্বক হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিবার সংকল্প ছিল, কিন্তু পরে সে সংকল্প তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। এদিকে ফিলাডেলফিয়ার স্কুলের প্রধান অধ্যাপিকা কুমারী বড্‌লে মহোদয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দী বাঈকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাকে তিন বৎসর শিক্ষার জন্য ছয় শত ডলার বৃত্তি-দানেরও অঙ্গীকার করিলেন। ঐ কলেজের নিয়মানুসারে বিংশ হইতে ত্রিংশদ্‌বর্ষীয়া ছাত্রীরাই বৃত্তিলাভের অধিকারিণী হইয়া থাকে। আনন্দী বাঈ ইহা অবগত হইয়াও আপনার বয়স গোপন করেন নাই। তিনি যে অল্প দিনমাত্র অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, এ কথা তিনি

কুমারী বড্‌লেকে স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছিলেন। তথাপি কুমারী বড্‌লে তাঁহাকে বৃত্তি দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। বোষ্টন কলেজেও তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু ফিলাডেলফিয়ার কলেজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ এবং তথায় সার্জ্জরি বা অস্ত্রচিকিৎসা-শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ছিল, এই কারণে আনন্দী বাঈ সেইখানে গমনেই কৃতসংকল্প হইলেন।

নিউজারসী পরিত্যাগের পূর্ব্বে আনন্দী বাঈ তাঁহার আমেরিকান্ সঙ্গিনীদিগকে একদিন মারাঠী ধরণের ভোজ দিলেন। আঠারটি মার্কিন মহিলা সে দিন মহারাষ্ট্রীয় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া চেয়ার, টেবিল ও কাঁটা চামচ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ হিন্দুরীতিক্রমে ভোজন করিয়াছিলেন।

সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ১৮৮৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের সহিত ফিলাডেলফিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সেই দিনই সন্ধ্যা-কালে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরদিন কলেজকর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ সমারোহসহকারে আনন্দী বাঈকে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। আনন্দী বাঈর অভিনন্দনের জন্য সে দিন পঞ্চশত মহিলা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কার্পেণ্টার সেদিনকার সমারোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"এতগুলি রত্নালঙ্কার-মণ্ডিতা মহিলা সেদিন সমাবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই সৌজন্যে আনন্দী বাঈর সমকক্ষ ছিলেন না।" সে যাহা হউক, কলেজের নিকটেই আনন্দী বাঈর জন্য একটি ঘর ভাড়া

করা হইয়াছিল। শ্রীমতী কার্পেণ্টার তাঁহাকে তথায় রাখিয়া দুই একদিন পরে স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভারতবর্ষ পরিত্যাগের সময় আনন্দী বাঈর মনে যেরূপ কষ্ট হইয়াছিল, শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে বিদায় দিবার সময়েও তিনি সেইরূপ মনঃকষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। ৯।১০ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পানাহারাদি কিছুই সুখকর বোধ হয় নাই। ফলতঃ যাঁহার মাতৃতুল্য যত্নে তিনি চারি মাসকাল নিউজারসী নগরে বাস করিয়া একদিনের জন্যও বিদেশের দুঃখ বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহার বিচ্ছেদ এরূপ দুঃসহ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। শ্রীমতী কার্পেণ্টারের ন্যায় রমণী-রত্ন সকল দেশেই বিরল।

ফিলাডেলফিয়ায় গিয়া অল্প দিনের মধ্যেই আনন্দী বাঈর স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল; তিনি প্রত্যহ ১০।১১ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতেন। তদ্ভিন্ন সমস্ত গৃহ-কার্য্যও একাকিনী তাঁহাকেই করিতে হইত। তাঁহার বাসগৃহটি তাদৃশ স্বাস্থ্যকর ছিল না। চুল্লীর দোষে সকল দিন শীঘ্র আগুন ধরিত না। কাজেই কোনও কোনও দিন অনাহারে, কোনও দিন বা অর্দ্ধসিদ্ধ অন্ন-ভোজন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইত। এই সকল কারণে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটিল। আমেরিকায় জল-বায়ুর ও শীতোষ্ণাদির এত ঘন ঘন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে যে, সর্ব্বদা সাবধান না থাকিলে সুস্থ ব্যক্তিকেও সহসা পীড়িত হইতে হয়। এক একদিন তথায় গ্রীষ্মাধিক্যে ৪।৫ শত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আবার তৎপর দিবসেই তুষার-শীতল সমীরণে অনেকেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

এরূপ অবস্থায় আনন্দী বাঈকে যেরূপ কষ্টে দিনপাত করিতে হইত, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ না হওয়াই বিচিত্র ছিল।

ফেব্রুওয়ারি মাসের প্রারম্ভে আনন্দী বাঈ "ডিপ্‌থিরীয়া" রোগে আক্রান্ত হইলেন। কণ্ঠনালীতে স্ফোটক হওয়ায় তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা-বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর জ্বর ও শিরঃ-পীড়া। সুতরাং দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সে যাত্রা তাঁহার বাঁচিবার আদৌ আশা ছিল না। কিন্তু তাঁহার সহপাঠিকাগণের যত্নে ও শুশ্রূষায় তিনি বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেন। এই সময়ে তিনি গোপাল রাওয়ের ও শ্রীমতী কার্পেণ্টারের নিকট হইতে যে সকল আশ্বাসপূর্ণ পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানসিক কষ্টের বহু উপশম হইয়াছিল।

ফিলাডেলফিয়ায় গমনের পর পীড়া ভিন্ন আরও নানা প্রকারে তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভের পর তিনি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্কুলের বোর্ডিং গৃহে গিয়া নিরামিষ ভোজন করিতে হয়। এই ভোজনালয় কলেজের প্রধান অধ্যাপিকা মিস্ বড্‌লের তত্ত্বাবধানে ছিল। তাঁহার ব্যবস্থাদোষে ভোজনপ্রার্থিনী-দিগের নানা প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হইত। ছাত্রীদিগের সুবিধা অসুবিধার প্রতি তিনি প্রায়ই দৃষ্টি রাখিতেন না। সেই ভোজনা-লয়ের কদন্ন ভক্ষণ করায় আনন্দী বাঈ কিছুতেই শীঘ্র স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিলেন না। তদ্ভিন্ন মিস্ বড্‌লের হস্তে তাঁহাকে

অন্য প্রকারেও নিগৃহীত হইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিবার জন্য এই অধ্যাপিকা অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে বিফলকাম হওয়ায় আনন্দী বাঈর প্রতি তিনি নানা প্রকারে বিরাগ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেজন্য সময়ে সময়ে আনন্দী বাঈকে উপবাসেও দিনপাত করিতে হইয়াছিল।

এই সকল কষ্ট সহ্য করিয়াও আনন্দী বাঈ প্রাণপণে কলেজের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে কোনও নরপশু তাঁহাকে অতি কুৎসিৎ ভাষায় এক পত্র লিখিয়া মর্ম্মপীড়া প্রদান করে। ঐ পত্র পাঠ করিয়া আনন্দী বাঈ এরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে, দশ দিন পর্য্যন্ত আহার ও নিদ্রায় তিনি কোনরূপ সুখশান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, একটী দিব্যরূপধারিণী রমণী আসিয়া তাঁহাকে এই পত্রের জন্য দুঃখবোধ করিতে নিষেধ-পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। তদবধি তাঁহার বিষণ্ণতা দূরীভূত হইল।

এই সকল পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে গোপাল রাও তাঁহার প্রতি বিরূপ হইলেন। প্রথমে আনন্দী বাঈ স্বামীকে প্রতি সপ্তাহে যথা নিয়মে বিস্তারিত পত্র লিখিতেন। ফিলাডেলফিয়ায় গমনের পর হইতে অবসরের অভাবে স্বামীকে পত্র লিখিতে তাঁহার প্রায়ই বিলম্ব ঘটিত। তদ্ভিন্ন গোপাল রাও কখনও তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে একখানি করিয়া কার্ড লিখিতে বলিতেন; আবার কখনও বলিতেন,—"মাসে চারিবার সংক্ষিপ্ত

পত্র না লিখিয়া একবার বিস্তারিত পত্র লিখিও।" এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হওয়ায় কি করিলে তাঁহার সন্তোষ জন্মিবে, আনন্দী বাঈ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। কাজেই পত্র-সংক্রান্ত গোলযোগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ইহাতে গোপাল রাও প্রথমে ভাবিলেন যে, আনন্দী বাঈর আলস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে! পরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, অহঙ্কার-বশে তাঁহাকে পত্র লিখিতে তিনি ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন আনন্দী বাঈ গুজরাথী বেশ-গ্রহণের পূর্ব্বে গোপাল রাওয়ের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই বলিয়াও তিনি তাঁহার প্রতি অতীব বিরক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য, আনন্দী বাঈর সেরূপ অনুমতি লইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, গোপাল রাও নিজেই তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে প্রয়োজন হইলে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ-ধারণ ও "আমিষ পর্য্যন্ত ভোজন করিবার" অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময়ে তাঁহার সে কথা মনে রহিল না। তিনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী আনন্দী বাঈকে 'গর্ব্বিতা' ও 'অবাধ্য' বলিয়া অতি কঠোর তিরস্কার-পূর্ণ এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু গোপাল রাওয়ের নিষ্ঠুরতার এই খানেই শেষ হয় নাই। তিনি একটি পত্রে তাঁহাকে "বিশ্বাসঘাতিনী" পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। গোপাল রাও বলেন, আনন্দী বাঈর চরিত্র লক্ষ্য করিয়া তিনি এই কঠোর শব্দের ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার পাঠাভ্যাসে অমনোযোগিতাই গোপাল রাওয়ের নিকট "বিশ্বাস-ঘাতকতা" বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল পত্র

পাঠ করিয়া আনন্দী বাঈর মর্ম্মপীড়ার অবধি রহিল না। সুখের বিষয়, ইহার পর সহধর্ম্মিণীর ক্ষমা-প্রার্থনা ও ক্ষোভপূর্ণ পত্র পাঠ করিয়া গোপাল রাওয়ের পূর্ব্বভাব দূরীভূত হইল। জ্ঞানলাভ-বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য তিনি ইহার পর তাঁহাকে "সরস্বতী" নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিমাত্রই এইরূপেই ক্ষণে রুষ্ট ও ক্ষণে তুষ্ট হইয়া থাকেন।

বাল্যকালে আনন্দী বাঈর উদ্যানরচনার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল, একথা ইতঃপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি উদ্যানসম্বন্ধে চর্চ্চা করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফিলাডেলফিয়ায় আসিয়া তিনি সে বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া তিনি যে সামান্য অবকাশ পাইতেন, তাহা উদ্ভিদ্-বিদ্যার (বোটানির) আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন। বনপুষ্পাদি-সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাঁহার বহু সময় অতিবাহিত হইত। তিনি জর্ম্মান ও ফরাসী ভাষার অনুশীলনও আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাবে পরিশেষে তাঁহাকে সে অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল, বিদেশে গিয়াও তাহার লাঘব হয় নাই। গোপাল রাও তাঁহাকে সময়ে সময়ে এদেশ হইতে সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠাইয়া দিতেন।

একখানি পত্রে আনন্দী বাঈ একবার ভারতবর্ষ হইতে শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কিন-বাসীরা নিতান্ত অজ্ঞ। হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দু আচারব্যবহারের

মর্ম্ম মার্কিনবাসীকে বুঝাইবার জন্যই আমি সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেছি।" ফিলাডেলফিয়ায় গিয়া আনন্দী বাঈ সে প্রতিজ্ঞার পূরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত মিশনারী রমণীগণ হিন্দুদিগের সম্বন্ধে যদৃচ্ছা মতামত প্রকাশ করিলে তিনি প্রায়ই তাঁহাদিগের ভ্রান্তি-খণ্ডন করিবার সুযোগ পরিত্যাগ করিতেন না। একবার হিন্দু-বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে কোনও বক্তৃতাকারিণীর মতের প্রতিবাদ করিয়া তিনি একটি স্ত্রীসভায় জয়লাভ করেন এবং সে জন্য দশ ডলার পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সেই সভায় প্রায় দুই সহস্র রমণী সেদিন উপস্থিত ছিলেন। "হিন্দু রমণী" সম্বন্ধেও তিনি একবার বক্তৃতা করিয়া মার্কিনবাসীর কুসংস্কার দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অবসরের অভাবে আনন্দী বাঈকে অনেক স্থলেই বক্তৃতার নিমন্ত্রণে প্রত্যাখ্যান করিতে হইত। তথাপি কি প্রকারে মার্কিনবাসীর চক্ষে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, তাহার চিন্তাই আনন্দী বাঈর চিত্তক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখিত।

একবার তিনি একখানি পত্রে তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আমাদিগের জাতীয় পতাকা কি? তাহার বর্ণ ও আকৃতি কি প্রকার? মহারাজ শিবাজীর বিজয়পতাকা কিরূপ ছিল? মহারাষ্ট্রীয় হইয়া একথা না জানা লজ্জার বিষয় বটে। প্রসিদ্ধ গৈরিক পতাকাই কি তাঁহার বিজয়ের পতাকা ছিল? বর্ত্তমান দেশীয় রাজন্যবৃন্দই বা কি

প্রকার নিশান ব্যবহার করিয়া থাকেন ? অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে এ সকল তত্ত্ব জানাইবেন। যদি পারেন, তাহাদের চিত্র বা অনুকৃতি পাঠাইবেন। তাহা হইলে এখানে কলেজের সহপাঠিকা-দিগকে এবং অধ্যাপিকা ও মাসিমাকে (শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে) এক একটী প্রতিলিপি বা প্রতিকৃতি প্রদান করিব। এবং নিজের কাছে আসল নিশানগুলি রাখিব"।

আজকাল কয় জনের মনে এ সকল তত্ত্ব জানিবার জন্য আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় ?

পঞ্চম অধ্যায়

ফিলাডেলফিয়ায় কিছুদিন অবস্থানের পর গোপাল রাওয়ের বিচ্ছেদ আনন্দী বাঈর পক্ষে অতীব কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। একারণে তিনি স্বামীকে আমেরিকায় আহ্বান করিয়া পত্র লিখিলেন। সেই পত্রের একাংশ এইরূপ,—"আপনার নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া আজ ঠিক এক বৎসর, দুই মাস, কুড়ি দিন হইল। এখন আপনার বিচ্ছেদ আমার কষ্টকর বোধ হইতেছে। আমি যথাসাধ্য গ্রন্থালোচনায় চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া সে কষ্ট ভুলিবার চেষ্টা করি। * * * যে প্রকারে পারেন, আপনি এখানে আসিবার চেষ্টা করিবেন। কারণ, অধিক দিন আপনার নিকট হইতে দূরে থাকা আমার পক্ষে ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আপনার কাছে পয়সা কড়ির অভাব থাকিলে আমি আমার অলঙ্কার-গুলি পাঠাইয়া দিতে পারি। তাহা বিক্রয় করিলে ভাড়ার টাকার যোগাড় হইবে। যদি বলেন, আমিই এখানে সেগুলি বিক্রয় করিয়া আপনাকে টাকা পাঠাইয়া দিতে পারি।" দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আনন্দী বাঈর এইরূপ পত্র পাইবার পরেও গোপাল রাও সামান্য কারণে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে "গর্ব্বিতা", "বিশ্বাসঘাতিনী" প্রভৃতি দুর্ব্বাক্যে ব্যথিতা করিয়াছিলেন।

গোপাল রাও-ও আমেরিকা যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। আনন্দী বাঈর ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর, নানা কারণে স্বদেশের

ও স্বসমাজের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হওয়ায় তিনি আমেরিকায় গিয়া স্থায়িরূপে বাস করিবার সংকল্প করেন। আনন্দী বাঈ তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে যে পত্র লিখিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

"ইদানীং আপনার ভাবান্তর দেখিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন, 'হিন্দুদিগের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে।' হিন্দুজাতির সম্বন্ধে আপনার এরূপ মতান্তর হইল কেন? ভাল মন্দ সকল দেশে ও সকল সমাজেই থাকে। * * * 'হিন্দু' বলিয়া আমি বিশেষ গর্ব্বানুভব করি। * * * আমি স্বদেশ পরিত্যাগের পক্ষপাতিনী নহি। এখানে যদিও আমায় সকলেই স্নেহ করে, এমন কি, ধোপাও অল্প পয়সায় আমার কাপড় কাচিয়া দেয়, কোনও বিষয়ে আমার কষ্ট নাই, তথাপি আমার দ্বারা যদি কোনও দেশের কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, যাহাতে তাহা ভারতবর্ষেরই হয়, ইহাই আমার একান্ত কামনা। ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাদি বিষয়েও যাহাতে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা জন্মে, সে বিষয়ে সময় ও শক্তি-ব্যয় করা আমি স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছি। এ বিষয়ে কেহ আমার প্রতিকূলাচরণ করিলেও আমি কর্ত্তব্য-পথ-চ্যুত হইব না। * * * পৃথিবীর কোনও দেশকে আমি ঘৃণা করি না। কিন্তু ভারতবর্ষের অভাব যেমন অধিক, এবং সেখানকার রমণীকুলের রীতিনীতি

ও স্বভাবাদির বিষয়ে আমার যেরূপ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষেরই দাবি আমার উপর অধিক আছে বলিয়া আমার মনে হয়। আমার দ্বারা সেখানকার মঙ্গলই অধিকতর সাধিত হইতে পারে। * * * আপনি যদি আমেরিকায় স্থায়িভাবে বাস করিবার সংকল্প পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বিপরীত ঘটিবে। আমি স্বদেশে ফিরিয়া যাইব, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আপনি আমাকে ছাড়িয়া একাকী আমেরিকা-বাসে কি সুখ পাইবেন, জানি না। (অথবা আমি কি পাগল! আমার অভাবে আপনার সুখে কেন অন্তরায় ঘটিবে?) একবার আমেরিকায় আসিয়া যদি আর স্বদেশে ফিরিয়া না যাইবারই আপনার সংকল্প থাকে, তাহা হইলে আপনার এখানে আসিয়া কাজ নাই। আমি কোন রূপে কষ্টে সৃষ্টে চারি বৎসর অতিবাহিত করিব। আমার ধৈর্য্যের আদৌ লাঘব হয় নাই। আমার জন্য আপনার কোন চিন্তারও কারণ নাই।

"আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, এদেশে স্থায়িরূপে বসতি করিয়া আপনি স্বদেশবাসীকে কি শিক্ষা দিবেন? স্বার্থপরতাই নহে কি? আপনি ত স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করেন; আমিও তাহাই করি। * * * সাধারণের অনুকরণ-যোগ্য আচরণ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ভারতবর্ষ,—আমেরিকা নহে।"

আর একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, "আচার ব্যবহারে হিন্দু থাকিয়া আমাদিগকে সংস্কার ও উন্নতি করিতে হইবে"—আপনার পত্রে এই বাক্যটি পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

এই নীতি অতি উৎকৃষ্ট ও প্রশংসনীয়। * * * আমাদের কলেজে একটি রমণী ঘোর নাস্তিক ছিল; অনেক মিশনরি বহু উপদেশেও তাহাকে আস্তিক করিতে পারেন নাই। সে জন্য অনেকে তাহাকে ভয় করিত, কিন্তু আমার সহিত তিন দিন ধর্ম্ম বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া সে এক্ষণে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসসম্পন্না হইয়াছে। * * * হিন্দু রমণী অপেক্ষা এ দেশীয়া রমণীগণ অধিক পরিমাণে স্ত্রীরোগে আক্রান্তা হইয়া থাকে। আমরা (হিন্দু রমণীরা) যতই অশিক্ষিতা ও অসভ্যা হই, ধর্ম্ম, সহিষ্ণুতা ও নীতি বিষয়ে এদেশের রমণীগণের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর সকল রাজ্যের লোকেরই হিন্দু রমণীর এ গুণের অনুকরণ করা উচিত। * * আমি খৃষ্টান হইব বলিয়া আপনার ভয় হইতেছে। কিন্তু আনন্দী বাঈ রমা বাঈ নহে, রমা বাঈও আনন্দী বাঈ নহে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করা অপেক্ষা আমি মৃত্যু শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচনা করি। রমা বাঈ আমার অপেক্ষা বিংশতি গুণ পণ্ডিতা, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা যে, "ভাঙ্গিব, তবু মচকাইব না।" আমি খৃষ্টান হইব, একথা লিখিয়া আর আমায় অনর্থক কষ্ট দিবেন না।

"ইলবার্ট বিল পাস হইয়াছে শুনিয়া আমার মনে আহ্লাদ ধরিতেছে না। এজন্য ঈশ্বরের কত ধন্যবাদ করিব! হিন্দুদিগের প্রকৃত হিতৈষী ইলবার্ট সাহেবের এ উপকার ভুলিবার নহে।"

আনন্দী বাঈর পত্র পাঠ করিয়া গোপাল রাও আমেরিকায় ঘর বাড়ী করিয়া বসতি করিবার সংকল্প বিসর্জ্জন দিলেন। কিন্তু

সে সময়ে সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আর আমেরিকায় যাওয়া ঘটিলনা। অর্থাভাবই তাহার প্রধান কারণ। আমেরিকা-যাত্রার পাথেয়-সংগ্রহের জন্য আনন্দী বাঈ গোপাল রাওকে ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন। আমেরিকার সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিলে তাহা কিরূপ লাভজনক হইতে পারে এবং সে বিষয়ে হিন্দু-সমাজের পথিপ্রদর্শক হইতে পারিলে দেশের কিরূপ মহদুপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে কয়েকটি পত্রে তিনি বহুল আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে গোপাল রাও তাঁহার কতিপয় ব্যবসায়ী বন্ধুর পরামর্শ-প্রার্থী হওয়ায় এ বিষয়ে তাঁহারা মূলধন দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। তখন আনন্দী বাঈ লিখিলেন—"আমাকে অতঃপর মাসে ৫০৲ টাকা মাত্র পাঠাইবেন। মণি অর্ডার করিবার ব্যয় সহ পঞ্চাশ টাকার বেশী আপনি আর আমার জন্য খরচ করিবেন না। তাহাতেই আমি এখানে কোনরূপে চালাইব। আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া ৫০৲ টাকার বেশী এক পাই আর পাঠাইবেন না। এইরূপে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিবেন। তাহা হইলে কিছু দিনে আপনার আমেরিকায় আসিবার ব্যয় সংগৃহীত হইবে। * * * আমার জন্য পাদুকাবস্ত্রাদি পাঠাইবারও আর এখন প্রয়োজন নাই। তবে নিতান্তই যদি আমার জন্য কিছু পাঠাইবার আপনার ইচ্ছা থাকে, তবে সুবিধা হইলে একটি 'পিন' দেশীয় স্বর্ণকারের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইংরাজের

দোকান হইতে উহা কিনিবেন না। ইংরাজ শিল্পীর নির্ম্মিত দ্রব্যাদিব্যবহারে আমার আদৌ গৌরব বোধ হয় না।"

আনন্দী বাঈর স্বদেশনিষ্ঠা, চিত্তের দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ-সন্দর্শনে আমেরিকার এপিস্কোপেলিয়ান-সম্প্রদায়-ভুক্ত এক পাদরি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "মিসেস্ জোশী যেদিন আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেন, সেদিন যেমন ছিলেন, অদ্যাপি অবিকল সেইরূপই আছেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারে অণুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিন্তু তিনি যদি এইরূপ অবিকৃত অবস্থায় স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে, তাহা আমাদিগের ও খৃষ্ট-ধর্ম্মের পক্ষে ঘোরতর লজ্জার বিষয় হইবে!"

আমেরিকায় সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারেরা আনন্দী বাঈকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি কোনও স্থানে গমন করিলেই তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিতেন। অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। কিন্তু আনন্দী বাঈর যশোলিপ্সা বলবতী না থাকায় তিনি সংক্ষেপে কথোপকথন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় করিতেন। সময়ে সময়ে এই রিপোর্টারেরা তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত বিবরণ প্রকাশ করি-তেন যে; তাহা পাঠ করিয়া হাস্যসংবরণ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সারাটোগা নামক স্থানের এক সংবাদ পত্রে একবার তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়—"একটি হিন্দুমহিলা উৎস দেখিবার জন্য এদেশে আসিয়াছেন; তিনি প্রত্যেক ঝরণায় এত অধিক জলপান করিয়াছেন যে, তাঁহার অসুখ হইয়াছে এবং

ডাক্তারেরা তাঁহাকে ঔষধ দিতে দিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।” আর দুই একখানি পত্রেও তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ অজ্ঞতাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তথাপি অধিকাংশ সংবাদ-পত্রই তাঁহার প্রশংসায় তৎপর থাকিত। একদা গোপাল রাও আনন্দী বাঈর চিঠিপত্র ও তৎসম্বন্ধে মার্কিন সম্পাদকগণের অভিমতসমূহ একত্র করিয়া প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু যশো-বাসনাপরিশূন্যা আনন্দী বাঈ তাহাতে বিশেষরূপে বাধা-দান করায় তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয়।

প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের সময় আনন্দী বাঈ তাঁহার মাসীর নিকট রোশেল নিউজারসি গ্রামে গমন করিতেন। কখনও কখনও দুই এক জন সঙ্গিনীর নিতান্ত অনুরোধে তিনি তাহাদিগেরও বাস-স্থানে যাইতেন। এতদুপলক্ষে ওয়াশিংটন্, বোষ্টন্ প্রভৃতি কতিপয় নগর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার দীর্ঘ প্রবাসকালের মধ্যে তিনি সঙ্গীদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়প্রযুক্ত একবারমাত্র থিয়েটার ও সার্কাস দেখিতে গিয়াছিলেন। আমেরিকায় তাঁহার বিলাসিতা বা কৌতুকদর্শনেচ্ছা কখনই প্রকটিত হয় নাই। তিনি জ্ঞানার্থিনী হইয়া যেরূপ তপস্বিনীর ন্যায় নিরাড়ম্বরভাবে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন, তেমনই সেখানে গিয়া একদিনের জন্যও স্বীয় চিত্ত-সংযম হারান নাই। তিনিও একখানি পত্রে লিখিয়াছেন,—“ভারত-বাসীর জন্য কিছু করা কর্ত্তব্য বলিয়া যদি আমার মনে না হইত, তাহা হইলে আমি এত দূরদেশে কখনই আসিতাম না। * * ভারতে ফিরিয়া গিয়া হিন্দু মহিলাদিগের জন্য একটি ডাক্তারি

কলেজ স্থাপনই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে।” এই লক্ষ্য হইতে তিনি একমুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু ভগবানের বিধান অন্যরূপ ছিল।

আনন্দী বাঈর কর্ত্তব্য-জ্ঞান কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ হইতে স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়,—“এই জগতে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনুষ্ঠিত না হয়, সেই সকল কার্য্য হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ব্যবসায় ও অবস্থা অনুসারে আমাদিগের প্রত্যেকেরই কতকগুলি করিয়া কর্ত্তব্য আছে। স্বর্গে যদি কেবল বিপুল সম্পত্তি, উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি থাকে, অথচ কর্ত্তব্য কিছুই না থাকে, তাহা হইলে সে স্বর্গে আমার প্রয়োজন নাই। সেরূপ স্বর্গ আমি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। কারণ কর্ত্তব্য-সম্পাদন-জাত সুখ ভিন্ন অন্য সকল সুখই ক্ষণিক।” (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখিত পত্র হইতে গৃহীত।)

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে আনন্দী বাঈ মরিসন হাঁসপাতাল নামক এক উন্মাদাগার দেখিতে গিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন। তথায় এক উন্মাদিনী সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাহার কর্কশ স্বর ও উগ্রমূর্ত্তি সকলেরই চিত্তে ভীতি উৎপাদন করিত। পাগলিনীর নিকটেই একটা টেবিলের উপর কতিপয় সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র পড়িয়াছিল। উন্মাদাগারের একটি পরিচারিকা দূর হইতে এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে আনন্দী বাঈকে তথা

হইতে পলায়ন করিতে সঙ্কেত করিল। কিন্তু নির্ভীক-হৃদয়া আনন্দী বাঈ এই ব্যাপারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে পাগলিনী নিশ্চয়ই তাঁহাকে ভয়ঙ্কর বেগে আক্রমণ করিত। কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য্য-গুণে আনন্দী বাঈ সে যাত্রা সেই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। তিনি ধীরভাবে অথচ কৌশলক্রমে আপনাকে তাহার কবল-মুক্ত করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই পাগলিনীর তত্ত্বাবধায়িকা পশ্চাদ্ভাগ হইতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।

এদিকে গোপাল রাওয়ের মনে বহুদিন হইতে পৃথিবী পরিভ্রমণের ইচ্ছা ছিল। আনন্দী বাঈর বিরহেও তিনি আমেরিকা গমনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পরিশেষে ১৮৮৪ সালের মধ্যভাগে তিনি ছয় মাসের ছুটি (ফার্লো) লইয়া আমেরিকা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল আনন্দী বাঈকে প্রেরণের জন্য তাঁহাকে ১৪০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছিলেন। তাহাতে কিছুদিন পর্য্যন্ত আনন্দী বাঈর ব্যয়-নির্ব্বাহ হইবে ভাবিয়া গোপাল রাও পৃথিবী পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। এই প্রবাসব্যাপারে ভারতবর্ষের এক কপর্দ্দকও ব্যয় করা হইবে না, তিনি যাত্রাকালে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহাকে গৈরিক-বসন সন্ন্যাসীর বেশে নানা স্থানে বক্তৃতার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

গোপাল রাও প্রথমতঃ ব্রহ্মদেশ, পরে শ্যাম, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় উপস্থিত হন। চীনে

অবস্থান কালে তিনি একবার বিষম পীড়িত হইয়াছিলেন। নানা ঔষধসেবনে বিরক্ত হইয়া তিনি উপকারলাভের আশায় একদিন শর্করাযোগে এক বাটি কেরোসিন তৈল পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই দুঃসাহসিক কার্য্যের ফল তাঁহাকে সে যাত্রা ভয়ানকরূপেই ভুগিতে হয়। সে যাহা হউক, তিনি আরোগ্যলাভের পর নানা স্থানে বক্তৃতা দ্বারা তত্তদ্দেশবাসিগণের আচার ব্যবহারের নিন্দা ও ভারতীয় রীতিনীতির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদিনী বক্তৃতা করিতে করিতে আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন।

আনন্দী বাঈ স্বামীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে অতীব উৎফুল্লা হইলেন। কিরূপে তিনি স্বামীর অভ্যর্থনা করিবেন, তদ্বিষয়ে বহু প্রকারের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তিনি গোপাল রাওয়ের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। তিনি তত্রত্য কলেজে তাঁহার জন্য একটি সংস্কৃত শিক্ষকের পদও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিচিত্র-প্রকৃতি গোপাল রাওয়ের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি আনন্দী বাঈর পত্রোল্লিখিত অভ্যর্থনা-বিষয়ক প্রস্তাবের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে একটী পত্রে অতি কঠোরভাবে তিরস্কার করিলেন। আনন্দী বাঈ ইহাতে কুপিতা হইয়া তাঁহাকে যে অভিমানপূর্ণ পত্র লিখিলেন, গোপাল রাও আর তাঁহার উত্তর-দান করিলেন না। অতঃপর তিনি আমেরিকার নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দীনা আনন্দী বাঈ তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যতই ব্যগ্রতাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, গোপাল রাও ততই সে বিষয়ে অমনোযোগিতা

দেখাইতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি একবার তাঁহাকে জানাইলেন যে, আনন্দী বাঈর পরীক্ষা শেষ না হইলে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

একদিন আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের কন্যা অ্যামির সহিত কোনও বান্ধবীর গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, গোপাল রাও তাঁহার প্রকোষ্ঠে একটা টেবিলের সম্মুখে পুস্তক-পাঠে নিমগ্ন রহিয়াছেন। বলা অনাবশ্যক যে, গোপাল রাও আগমনের পূর্ব্বে কাহাকেও কোনও সংবাদ প্রেরণ করেন নাই। আনন্দী বাঈ গৃহে প্রত্যাগত হইলেও কেহ তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করে নাই। এরূপ অবস্থায় দীর্ঘ-বিরহ ও আশাতীত প্রতীক্ষার পর হঠাৎ স্বামি-সন্দর্শন-লাভ করিয়া তাঁহার মনে কিরূপ আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বহুদিনের প্রবাসজনিত কষ্টে গোপাল রাওয়ের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। আনন্দী বাঈয়ের যত্নে তিনি শীঘ্রই স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। অতঃপর উভয়ের একত্র বাসে পরমসুখে চারি মাস কাল যাপিত হইল। তখন গোপাল রাও আর ভারতবর্ষে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া স্ত্রীর শিক্ষা সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত আমেরিকাতেই বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পাশ্চাত্য দেশসমূহে বক্তৃতা দ্বারা যথেষ্ট অর্থলাভ হইয়া থাকে। গোপাল রাওয়ের বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। এই কারণে তিনি সেই ব্যবসায় অবলম্বনই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। আনন্দী বাঈ বলিলেন—"তুষ্ট

প্রকৃতি মিশনরিরা অন্য দেশের বিষয়ে নানা প্রকার অলীক কথার রটনা করিতে ভালবাসে। এরূপ অবস্থায় আপনি যদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া এদেশবাসীর ভ্রান্ত ধারণা সমূহ দূর করিবার যত্ন করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।” গোপাল রাও এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। একেই তিনি একটু পরচ্ছিদ্রান্বেষী ছিলেন, তাহাতে আবার স্ত্রীর অনুরোধে ও স্বদেশভক্তিতে প্রণোদিত হইয়া যখন তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন উহা এক শ্রেণীর শ্রোতৃবর্গের বিশেষ চিত্তাকর্ষণ করিল। এইরূপে তিনি নগরে নগরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আনন্দী বাঈ স্বীয় পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন।

শীতপ্রধান আমেরিকায় প্রায় তুহিনপাতে পথঘাট সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। পিচ্ছল তুষারময় পথে গমনাগমন করিতে গিয়া অনেক বালক বালিকা ও যুবতী স্খলিত-পদ হইয়া সাধারণের উপহাস-ভাজন হইয়া থাকেন। আনন্দী বাঈ তিন বৎসর আমেরিকায় ছিলেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একবার মাত্র হিমানী-পিচ্ছল পথে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় তাঁহার হাতে যে কাঁচের চুড়ি ছিল, সেগুলি সব ভাঙ্গিয়া যায়। আনন্দী বাঈ নূতন চুড়ি না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্ন-জল গ্রহণ করেন নাই। গোপাল রাও সে সময়ে আমেরিকাতেই ছিলেন। তিনি এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই স্বীয় প্রিয়তমাকে নূতন সোণার চুড়ি তৈয়ার করাইয়া দিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে লিখিয়াছিলেন, “আমি সোণার চুড়ি

পাইয়াছি! প্রত্যেক আছাড় খাওয়ার জন্য যদি এতটা করিয়া সোণা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ আছাড় খাওয়াকে কে 'দুর্ঘটনা' বলিবে? তথাপি আমি এই ব্যাপারকে দুর্ঘটনা বলিয়াই মনে করি। কারণ এরূপ দুর্ঘটনা না ঘটিলে ঐ মূল্যেই একখানি প্রয়োজনীয় অস্ত্র বা উপযুক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে পারা যাইত।"

গোপাল রাও অর্থোপার্জ্জনের জন্য বক্তৃতা-বৃত্তি অবলম্বন করিলে আনন্দী বাঈ পাঠাভ্যাসে পুনর্ব্বার যত্নশীলা হইলেন। পরীক্ষার দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই কঠোর পরিশ্রম-সহকারে তিনি শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহার আর একবার ডিপ্‌থিরীয়া রোগের সূচনা হইল। সৌভাগ্যক্রমে সেবার তিনি উহার ভীষণ আক্রমণ হইতে সহজেই অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু তিনি আর পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেন না। ইহার পূর্ব্বে বড় দিনের ছুটীতে রোশেলে অবস্থিতির সময়ে তিনি ইংরাজী ভাষায় "হিন্দু-ধাত্রী-বিদ্যা" বিষয়ে ৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। একশত পৃষ্ঠায় উহা সম্পূর্ণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সময়াভাবে উহা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

যথাকালে আনন্দী বাঈ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। ১৮৮৬ সালের ১১ই মার্চ্চ ফিলা-ডেলফিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপকগণ ও তত্রত্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া মহাসমারোহের সহিত তাঁহাকে যে এম, ডি, উপাধির সনন্দ প্রদান করিলেন, তাহা এই,—

To All and Every One Who will Read

these Presents

GREETING.

Let it be known that we, the President and

Professors of the

MEDICAL COLLEGE OF PENNSYLVANIA

founded for the purpose of instructing women

in the art of **Medicine**

BY THIS PARCHMENT CERTIFY THAT

Anandibai Joshee of the East Indies

has devoted herself amongst us to all those studies **which**

rightly and legitimately pertain to the

DECREE OF DOCTOR OF MEDICINE

and we have made and constituted her after being approved by Examination held before the Professors a DOCTOR in the art of healing and we have given and granted to her all the RIGHTS, IMMUNITIES, and PRIVILEGES pertaining to that degree both here and elsewhere.

In further confirmation of which let this diploma attested with our Common Seal and subscribed with our Signatures be a witness.

Given in the Hall of the College of Philadelphia on the 11th March 1886.

RACHEL L. BODLEY M. D., Prof. of Chemistry and Toxicology.

CLARA MARSHALL M.D., Prof. of Materia Medica and Gen'l. Therapeutics.

FRANCES EMILY WHITE M. D., Prof. of Physiology and Hygiene.

ANNA BROOMALL M.D., Prof. of Obstetrics.

JAMES B. WALKER M.D., Ph. D., Prof. of Practice of Medicine.

HANNAH T. CROASDALE M. D., Prof. of Legnorcology and Dis. child.

WILLIAM H. PARISH M. D., Prof. of Anatomy,

T. LORRIS PEROT, **President.**

C. N. PEIRCE, **Secretary.**

ENOCH LEWIS, **Treasurer.**

আমেরিকায় বহু সংখ্যক চিকিৎসা বিদ্যালয় আছে; তন্মধ্যে ফিলাডেলফিয়ার কলেজটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই কলেজ হইতে উপাধিলাভ করিবার জন্য রুশিয়া, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, এমন কি ইংলণ্ডের রমণীগণও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অধঃপতিত ভারতের হিন্দু মহিলা আনন্দী বাঈ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলেজ হইতে সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। এই গৌরবকর উৎসবে যোগদান করিবার জন্য কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ও ব্যয়ে পণ্ডিতা রমা বাঈ ইংলণ্ড হইতে ফিলাডেলফিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপাধি-লাভ উপলক্ষে আনন্দী বাঈ তাঁহার অনেক সঙ্গিনীর ও হিতৈষী সদাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে উপঢৌকন ও পুরস্কারাদি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তত্রত্য কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট সোণার ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। অতঃপর সখীজন-পরিবৃতা হইয়া ভ্রমণ ও বনভোজন প্রভৃতিতে অতীব আনন্দে তাঁহার দুই তিন সপ্তাহকাল অতিবাহিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পূর্ব্ব হইতে আনন্দী বাঈর স্বাস্থ্য-হানি ঘটিয়াছিল। পরীক্ষা দান কালেই তিনি অতীব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি-লাভের পরই পণ্ডিতা রমা বাঈর কন্যা মনোরমার ভয়ানক অসুখ হয়। আনন্দী বাঈ সেজন্য কয়েক রাত্রি জাগরণ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করেন। ইহাতে তাঁহার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। এই অসুস্থতাকে অতিশ্রম-জনিত মনে করিয়া তিনি অতঃপর বিশ্রাম-লাভের জন্য স্বামীর সহিত রোশেল নগরে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে না হইতেই তাঁহাকে নিউ ইংল্যাণ্ডের ব্যাক্লে হাঁসপাতালে চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কার্য্য-মূলক (practical) জ্ঞানলাভের জন্য গমন করিতে হয়। সেখানে সমস্ত দিবারাত্রি রোগীদিগের পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হওয়ায় আবার তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ঘটিল। পূর্ব্বাবধি তাঁহার শিরঃ-পীড়া ছিল। এক্ষণে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং দুর্ব্বলতার সহিত কাশি দেখা দিল। ইহা যে কোনও ভয়ঙ্কর রোগের পূর্ব্বলক্ষণ, তাহা সে সময়ে কেহই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল বায়ুপরিবর্ত্তন ও বিশ্রাম লাভ করিলেই উহা নিরাকৃত হইবে ভাবিয়া সকলেই সেই ব্যবস্থা করিলেন। আনন্দী বাঈ কখনও তাঁহার স্বামীর সহিত, কখনও বা অন্য সঙ্গিনীর সহিত বোষ্টন, প্রভিডেন্স, হার্টফোর্ট, ডিলাওয়ার্কো, সিনসিনেটী, কার্লাইল প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে

কয়েক মাস করিয়া বাস করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার পীড়ার বিশেষ কোনও উপকার হইল না। পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে বোষ্টন নগর, সিন্‌সিনেটী-স্থিত নায়গরা নদীর জলপ্রপাত ও কার্লাইল নগরে "ইণ্ডিয়ান স্কুল" বা দক্ষিণ আমেরিকা-প্রবাসী হিন্দুদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় প্রভৃতির সন্দর্শন করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কোহ্লাপুর নামক দেশীয় রাজ্যের অধিপতি স্বীয় রাজধানীতে একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। আনন্দী বাঈ ঐ হাঁসপাতালে চিকিৎসয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। বহুদিন বিদেশে একাকিনী বাস করিয়া তাঁহারও স্বদেশে গিয়া আত্মীয় স্বজনগণের সহবাসে কালযাপন করিবার বাসনা অতীব প্রবলা হইয়াছিল। কিন্তু গোপাল রাও সে প্রস্তাবে বিরোধী হইলেন। তাঁহার রুশিয়া ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গমনপূর্ব্বক ভারতীয় সামাজিক রীতি নীতির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদিনী বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা ছিল। কাজেই আনন্দী বাঈ একাকিনী স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, স্থির করিলেন। পরিশেষে আনন্দী বাঈর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও স্বদেশগমনে ব্যগ্রতা দেখিয়া গোপাল রাওকে স্বীয় সঙ্কল্পের পরিহার করিতে হইল। এই সময়ে আনন্দী বাঈ তাঁহার শ্বশ্রূকে যে কতিপয় পত্র লিখেন, তাহাতে তিনি শাশুড়ীকে কোহ্লাপুরে আসিয়া তাঁহার নিকট বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শাশুড়ীর স্নেহলাভের ও তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সুখী করিবার জন্য তাঁহার মনে যে এই সময়ে একটা

ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল, তাহা এই সকল পত্রে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

আমেরিকা-ত্যাগের পূর্ব্বে আনন্দী বাঈকে ডাক্তারদিগের পরামর্শক্রমে কিছুদিন পার্ব্বত্য প্রদেশে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিল না; বরং কাশির সঙ্গে ক্রমশঃ তাঁহার জ্বর দেখা দিল। এইরূপ অসুস্থ অবস্থায় তিনি একদিন সকলের নিষেধ অতিক্রম করিয়া একটি সঙ্কটাপন্না প্রসূতিকে প্রসব করাইবার জন্য তাহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দশঘণ্টা কাল পরিশ্রম করায় ও প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সহসা বৃষ্টির জলে সিক্ত হওয়ায় তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। পরোপকার-প্রণোদিতা হইয়া তিনি সেই রমণী ও তাহার গর্ভস্থ শিশুর প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে পরিশেষে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইল! এই অত্যাচারে তাঁহার যে পীড়ার বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই পরিশেষে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে।

এইরূপে পীড়া-বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাকে কিছুদিন ফিলাডেল-ফিয়ার স্ত্রীচিকিৎসালয়ে রাখিয়া চিকিৎসিত করান হয়। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় না হওয়ায় তত্রত্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে স্বদেশে গমন করিতে উপদেশ দান করিলেন। ইহার পর আনন্দী বাঈ দিন কয়েক নিজের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ সেবন করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করেন; কিন্তু সে উপকারও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। তাঁহার ক্ষয়কাশ রোগ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গোপাল রাও ও তাঁহার হিতৈষী ব্যক্তিগণ অতীব চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু

স্বদেশে গিয়া কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি নিশ্চিত আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন—এরূপ ভরসা অনন্দী বাঈর মনে বিলক্ষণ প্রবল ছিল।

কোহ্লাপুর দরবার হইতে আনন্দী বাঈর জন্য পাথেয় আসিলে তিনি শ্রীমতী কার্পেণ্টার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমেরিকা-ত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার অধ্যাপিকা কুমারী বড্‌লে তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। আনন্দী বাঈ তাঁহার উপদেশক্রমে খৃষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তিনি ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার বহু নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য উপবাস ও কদন্নভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়া আনন্দী বাঈর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। এক্ষণে যাহাতে আনন্দী বাঈ কোহ্লাপুরের হাঁসপাতালে চিকিৎসয়িত্রীর পদলাভ করিতে না পারেন, সে জন্য সেই আদর্শ (?) খৃষ্টীয়া অধ্যাপিকা অতি গোপনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে আনন্দী বাঈ বহুবার মিশনরিদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে পাদরিদিগকে ক্রূরপ্রকৃতি, বিশ্বাস-ঘাতক ও ভণ্ড বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। স্বদেশে আসিয়া তাঁহার অসুস্থতা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তিনি অনেক সময়েই স্বপ্নে দেখিতেন যে, কোহ্লাপুরের স্ত্রী-চিকিৎসালয়ে মিশনরি রমণীদিগের সহিত তাঁহার কলহ উপস্থিত হইয়াছে এবং সে ব্যাপার মহারাজের দরবার পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর আনন্দী বাঈ ও গোপাল রাও সাশ্রুনয়নে শ্রীমতী কার্পেণ্টারের শান্তি-নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায়কালে আনন্দী বাঈ তাঁহার বান্ধবীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অবসর লইয়া আবার কিছু দিনের জন্য আমেরিকা পরিভ্রমণ করিতে আগমন করিবেন। আমেরিকার অনেক সজ্জন ব্যক্তি তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃতপক্ষেই সেই দেশের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তাই তিনি আমেরিকার সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার অন্যান্য মনোরথের ন্যায় পুনর্ব্বার আমেরিকা দর্শনের কামনাও অপূর্ণ রহিয়া গেল।

শ্রীমতী কার্পেণ্টার তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিয়া মনঃকষ্টে গৃহে ফিরিলেন। আনন্দী বাঈ তাঁহার বিরহে অতিমাত্র দুঃখিতা হইয়াছিলেন। যাত্রা-কালে দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হওয়ায় নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। তাহার উপর অর্ণবপোতের আন্দোলন। রুগ্নদেহ আনন্দী বাঈ সমুদ্রপীড়ায় অতিশয় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্বর, কাশি, অরুচি, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি সমস্ত উপসর্গেরই বৃদ্ধি হইল। ১৩ই অক্টোবর রাত্রিকালে তাঁহার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইল যে, গোপাল রাও তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পরদিন তাঁহার স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হইল।

লণ্ডনে আসিয়া তাঁহাদিগকে পোত-পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

তাঁহারা অপর জাহাজের টিকিট ক্রয় করিয়া উহাতে উঠিবার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে “নেটিব” বা “কালা আদ্‌মি” বলিয়া জাহাজে চড়িতে নিষেধ করিল। তাঁহারা ভাড়ার টাকা ফিরিয়া পাইলেন এবং অন্য জাহাজের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় নামা-উঠা ও ভ্রমণ করিতে বাধ্য হওয়ায় রুগ্না আনন্দী বাঈর বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু উপায়াভাবে তাঁহাকে সমস্তই সহ্য করিতে হইল।

ইহার পর শীঘ্রই তাঁহাদিগের অপর জাহাজে গমনের সুবিধা হইল। অর্থাভাব-বশতঃ গোপাল রাও আনন্দী বাঈর জন্য একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আপনাকে তাঁহার ভৃত্যরূপে পরিচিত করতঃ নিজের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিলেন। লণ্ডন ত্যাগ করিবার পর আনন্দী বাঈ কয়েক দিন সুস্থ ছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছেন, স্বদেশের সুখকর বায়ুসেবনে তিনি নিরাময় হইবেন। এই ভাবিয়া তিনি স্বীয় স্বাস্থ্যের প্রতি কিঞ্চিৎ অযত্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং আবার পীড়া বৃদ্ধি পাইল।

এইরূপ রুগ্ন অবস্থায় ১৬ই নবেম্বর তারিখে শ্রীমতী আনন্দী বাঈ জোশী বোম্বাই নগরীতে উপস্থিত হইলেন। গোপাল রাওয়ের বন্ধুবর্গ তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আনন্দী বাঈ স্বদেশীয় বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করিলে তাঁহারা পুষ্পবৃষ্টি-সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। আনন্দী বাঈর আগমন-সংবাদ

চারিদিকে প্রচারিত হওয়ায় নানা স্থানের লোকে সভাসমিতি করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র-প্রেরণে সম্মানিত করিতে লাগিলেন। অনেকে তারযোগেও আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভসমূহ তাঁহার যশোগানে পরিপূর্ণ হইল।

কিন্তু যাঁহার জন্য এত আনন্দ-প্রকাশ, তিনি রোগের আক্রমণে দিন দিন ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। একে একে বোম্বাইয়ের অনেক ডাক্তারই তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। কয়েকবার স্থান-পরিবর্ত্তনও করা হইল। কিন্তু কিছুতেই দুষ্ট ব্যাধির উপশম হইল না। পরিশেষে আনন্দী বাঈ পুণায় আসিলেন। সেখানকার জল-বায়ুর গুণে ও আত্মীয়-স্বজনের সহবাসে প্রথম কয়েকদিন তাঁহার সামান্য স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটিল। তাঁহার জননী ভগিনী প্রভৃতি স্বজনেরা তাঁহার সাক্ষাৎকার-লাভ ও সেবার জন্য পুণায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু গোপাল রাওয়ের ন্যায় কেহই তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে গোপাল রাও যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম-সহকারে আনন্দী বাঈর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, অনেক জননীও বোধ হয় সন্তানের সেবায় সেরূপ যত্ন-প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আনন্দী বাঈর নিকট হইতে দূরে থাকিতেন না। সহধর্ম্মিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তিনি অধিকাংশ রজনীই বিনিদ্রনয়নে অতিবাহিত করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই পরিশ্রমের কোনও সার্থকতা হইল না; আনন্দী বাঈ দুরন্ত ব্যাধির পীড়নে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। অনেক প্রকার ডাক্তারী ও কবিরাজী চিকিৎসা হইল।

কিন্তু কোনও ঔষধে স্থায়ী উপকার হইল না। গোপাল রাও একেশ্বরবাদী হইলেও এসময়ে আনন্দী বাঈর জন্য ব্রাহ্মণের দ্বারা স্বস্ত্যয়ন, শান্তি, শিব-পূজা প্রভৃতি দৈব উপায়ের অবলম্বনেও বিরত হইলেন না।

আনন্দী বাঈর অসুস্থতার বার্ত্তা অবগত হইয়া প্রত্যহ বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সংবাদ পত্রে তাঁহার শারীরিক অবস্থার সংবাদ প্রায় প্রত্যহই প্রকাশিত হইত। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় এই দুঃসময়ে আনন্দী বাঈর চিকিৎসাদির জন্য স্বীয় শক্তির অধিক অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

বহুদিন বিদেশে থাকায় স্বদেশীয় অন্নব্যঞ্জনাদির দর্শন-লাভ আনন্দী বাঈর পক্ষে দুর্ঘট হইয়াছিল। তিনি আমেরিকায় অবস্থান-কালেই তাঁহার দেশীয় অন্নব্যঞ্জন সেবনে প্রবল স্পৃহার বিষয় তাঁহার শাশুড়ীকে একখানি পত্রে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। অসুস্থ হইবার পর হইতে তাঁহার সে স্পৃহা অতীব বলবতী হইয়াছিল। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর ডাক্তারদিগের নিষেধ-বশে ও পথ্যানুরোধে আহারাদির বিষয়ে তিনি নিতান্ত সংযত ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার সে সংযম বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। জীবনের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়ায় তাঁহার জননী কয়েক দিবস তাঁহাকে মনোনীত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সেবন করাইলেন। গোপাল রাও বলেন, ইহাতেই আনন্দী বাঈর ব্যাধি দুরারোগ্য হইয়া উঠিল। পরিশেষে একজন কবিরাজ তাঁহাকে যে ঔষধ সেবন করিতে দেয়, তাহার পথ্যস্বরূপ জলপান নিষিদ্ধ ছিল। ঐ

ঔষধ সেবনকালে একদিন আনন্দী বাঈ তৃষ্ণায় অতিশয় কাতরা হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিপরীত ফললাভের ভয়ে কেহই তাঁহাকে জল দিতে সাহসী হইল না। তিনি চারি প্রহর কাল তৃষ্ণার যন্ত্রণায় ব্যাকুলা হইয়া নিতান্ত অস্থিরতা-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপাল রাও স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই হতাশ হইয়াছিলেন। বাঁচিবেন বলিয়া আনন্দী বাঈ তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস দান করিতেন। কিন্তু তাঁহার সে দিনকার অবস্থা দেখিয়া গোপাল রাওয়ের মনে হইল, বুঝি জলাভাবেই শেষে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রাণান্ত ঘটিবে। এই ভাবিয়া ও আনন্দী বাঈর যন্ত্রণায় উপেক্ষা প্রকাশ করিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলদান করিলেন। জল পান করিয়া রোগিণীর সুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার শরীরের উত্তাপও হ্রাস পাইতে লাগিল।

পরদিন (১৮৮৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে গোপাল রাও সহধর্ম্মিণীকে স্বহস্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত আনন্দী বাঈ বমি করিয়া সর্ব্বপ্রকার খাদ্যই উদ্‌গিরণ করিয়া ফেলিতেছিলেন। কিন্তু স্বামীর হস্তে দুগ্ধ পান করিয়া তিনি তাহা উদ্‌গিরণ করিলেন না। তাহার পর ঔষধ-সেবন করিয়া আনন্দী বাঈ অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে শয়ন করিলেন। গোপাল রাও তিন দিনের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার নিকট

হইতে দূরে যান নাই, অথবা চক্ষু নিমীলিত করেন নাই। কিন্তু সে দিন সে সময়ে সহসা অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আনন্দী বাঈর জননী কন্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় তাঁহারও নেত্রদ্বয় নিদ্রাভরে অলস হইয়া আসিল। এমন সময় সহসা আনন্দী বাঈ বমি করিয়া "মা গো" শব্দে চীৎকার করিলেন। তাঁহার জননী তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন—"আমার দ্বারা যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহা আমি করিলাম!"—এই কয়টি শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ইহাই আনন্দী বাঈর শেষ বাক্য। জননী দেখিলেন, তাঁহার কন্যার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষার যে বিজয়-পতাকা এতদিন পাশ্চাত্য জন-সমাজকেও বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এইরূপে দুরন্ত কালের নিষ্ঠুরতায় অপহৃত হইল! ভারতবাসীর আশা-বৃক্ষ মুকুলিত হইয়া ফল-দানের পূর্ব্বেই অকস্মাৎ মৃত্যুর অশনি-সম্পাতে দগ্ধ হইয়া গেল! এই দুর্ঘটনা বিজ্ঞাপন করিয়া গোপাল রাও ২৮শে ফেব্রুয়ারি শ্রীমতী কার্পেণ্টারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই শোক-কাহিনীর উপসংহার করিলাম।

"মাসী মা! আজ আমি আপনাকে কি বলিয়া ডাকি বুঝিতে পারিতেছি না। আজ আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সেই সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, ক্ষমা ও শান্তির নিলয়-স্বরূপিণী ডাঃ জোশী আজ কোথায়? * * * মৃত্যুর দিবসটা তাহার বেশ সুখেই গিয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়। * * * * সাধারণতঃ সামান্য শব্দেই

আমার ঘুম ভাঙ্গে। কিন্তু সেদিন তাহার মৃত্যুকালে আমি এরূপ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম যে, আমার শ্বশ্রূ ও শ্যালক প্রভৃতি কয়েক জন পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়াও সহজে আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারেন নাই! * * * মরণের কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে সে বড় কষ্ট ভোগ করিতেছিল; কিন্তু পাছে আমি হতাশ হই, এই ভয়ে একদিনের জন্যও সে স্বীয় যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করে নাই, বরং সর্ব্বদা প্রফুল্লভাব দেখাইবারই চেষ্টা করিত। এখানে আসিবার পর হইতে সে অতীব ধর্ম্মশীলা হইয়াছিল। ইতর জাতীয় বা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে সে আর পূর্ব্ববৎ স্পর্শ করিত না; কারণ হিন্দু সমাজে হিন্দুর ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য, তাহার এইরূপ মত ছিল। তাহার এইরূপ ব্যবহারের ফলে আমার পরিচিত ব্যক্তির মধ্যে কেহই আমাদিগের সহিত অনাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করে নাই। আমরা আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করি নাই, তথাপি আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আমাদিগকে সহায়তা করিতে আমাদের স্বজাতীয়দিগের মধ্যে কেহই সঙ্কোচ-প্রকাশ করেন নাই। অতি গোঁড়া হিন্দুরাও আমার স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। খৃষ্টান, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বা জাতিচ্যুত ব্যক্তির সহিত সাধারণতঃ লোকে যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার সহিত কেহই সেরূপ ব্যবহার করে নাই। তাহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকল ব্রাহ্মণই তাহার অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-ভোজন-কার্য্যে উপস্থিত হইয়া নিঃসঙ্কোচে অন্নগ্রহণ করিতেন। তদ্দর্শনে এদেশের সংস্কারকদিগের বিস্ময়োদ্রেক হইত। তাহার

মনস্তুষ্টির জন্য যাহা কিছু করা আবশ্যক, লোকে তাহা সমস্তই করিয়াছিল। সে কিছুদিন বাঁচিলে এ সকলের সার্থকতা হইত। * * * এদেশে বড় লোকেরও যদি কোনও জাতি-বিষয়ক গোলযোগ থাকে, তাহা হইলে তাহার শবদেহ তুলিবার জন্য সহজে লোক পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা মার্কিণ-ফেরৎ হইলেও তাহার শব-বাহনের জন্য প্রয়োজনের অপেক্ষা অধিক লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যথাশাস্ত্র অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইবে কি না, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহাও নিরাকৃত হইল। যাহা যাহা আবশ্যক, সকলই নির্ব্বিঘ্নে সুসিদ্ধ হইল। সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবিত বিঘ্নকে আমরা জয় করিলাম। কিন্তু মৃত্যুর আকস্মিক আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারিলাম না!”

পরিশিষ্ট
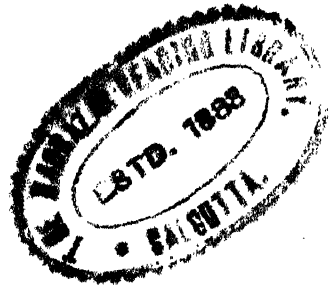
"তুমি কি ভাল বাস?"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে আনন্দী বাঈ শ্রীমতী কার্পেণ্টারের এক খানি চিত্র-পুস্তকে, "তুমি কি ভাল বাস?" ইতি শীর্ষকে নিম্নে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরগুলি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই প্রশ্নোত্তর-মালায় তাঁহার গুণোন্নত হৃদয়ের একটি সুন্দর আলেখ্য প্রকটিত হইয়াছে।

১। বর্ণ?—শ্বেত।

২। পুষ্প?—গোলাপ।

৩। বৃক্ষ?—আম্র।

৪। দর্শনীয় বস্তু?—পর্ব্বত।

৫। কাল?—সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত।

৬। ঋতু?—বসন্ত।

৭। গন্ধ?—মালতী ফুলের।

৮। রত্ন?—হীরক।

৯। সৌন্দর্য্য?—সদাচার ও সুন্দর আকৃতি।

১০। নাম?—রমা, তারা, আনি, গোপাল, বিষ্ণু ও কৃষ্ণ।

১১। চিত্রকর?—সকল চিত্রকরই আমার প্রিয়।

১২। বাদ্যকর?—বীণা ও বেহালার বাদক।

১৩। ভাস্কর-শিল্প?—তাজমহল।

১৪। কবি?—পোপ, মনু ও কালিদাস।

১৫। কবয়িত্রী?—মুক্তা বাঈ ও জনা বাঈ।*

১৬। গদ্য-লেখক?—গোল্ডস্মিথ, মেকলে, এডিসন ও চিপ্‌লুণকর শাস্ত্রী†।

১৭। ঐতিহাসিক পুরুষ?—সিংহ-হৃদয় রিচার্ড।

১৮। অবকাশ-রঞ্জনের গ্রন্থ?—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

* মহারাষ্ট্র সাহিত্যে ভক্তিগাথা রচয়িত্রীদিগের মধ্যে এই দুই রমণীর স্থান অতি উচ্চ। মুক্তা ব্রাহ্মণ-কুমারী ও জনা শূদ্রবংশ-সম্ভূতা দাসীবৃত্তি-জীবিনী ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই খৃঃ ১৩শ শতাব্দীতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

† স্বর্গীয় বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুণকর মহারাষ্ট্র সাহিত্যের পক্ষে একাধারে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন।

১৯। মৃত্যুকালেও কোন গ্রন্থের বিচ্ছেদ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়?—ধর্ম্মশাস্ত্র ও জগতের ইতিহাস।

২০। জন্মগ্রহণের যোগ্যকাল?—বর্ত্তমান যুগ।

২১। বাসযোগ্য ভূমি?—সম্প্রতি রোশেল ও পরে স্বর্গ।

২২। আনন্দে সময়ক্ষেপ হয় কখন?—পুস্তক-পাঠ কালে।

২৩। জীবিকা?—সামান্যভাবে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য যাহা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইবে, তাহা।

২৪। প্রিয় গুণ কি?—সত্যের অনুসরণ।

২৫। তোর চক্ষে অতীব ঘৃণাকর দোষ কি?—মিথ্যাচার ও নাস্তিকতা।

২৬। কাহার মত হইবার বাসনা হৃদয়ে বলবতী হয়?—কাহারও মত না।

২৭। তোর মতে প্রকৃত সুখ কি?—ভগবন্নিষ্ঠা।

২৮। তোর মতে দুঃখ কি?—নিজের জেদ বজায় রাখা।

২৯। তোর কিসে বিরাগ?—দাসত্ব ও পরাধীনতায়।

৩০। তোর সুখের শেষসীমা কোথায়?—অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফল-লাভে।

৩১। তোর চরিত্রে বিশেষ গুণ কি?—এখনও কিছু দেখিতে পাই না।

৩২। তোর স্বামীর প্রধান গুণ কি?—পরোপকার-পরায়ণতা।

৩৩। শ্রেষ্ঠ মানসিক বৃত্তি কি?—প্রীতি।

৩৪। অত্যন্ত শ্রুতিমধুর শব্দ কোন্ গুলি?—প্রীতি, জীবে দয়া, সত্য ও আশা।

৩৫। অতীব শ্রুতি কটু শব্দ কি কি?—"নষ্ট" ও "পরিত্যক্ত।"

৩৬। তোর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?—পরোপকার করিবার যোগ্যতা লাভ করা।

৩৭। তোর হৃদয়পটে কোন বাক্য লিখিত আছে?—হরি দিবেন।

এই সকল প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কয়েকটি বিশেষতঃ ৯, ১৮, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরগুলি সকলেরই হৃদয়-পটে উৎকীর্ণ করিয়া রাখিবার যোগ্য। ২১ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরটি তাঁহার পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীস্বরূপ হইয়াছিল। রোশেল ত্যাগের পর শান্তিধাম স্বর্গ ভিন্ন আর কোনও স্থানই তাঁহার বাসের যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইল না।